ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 5 April 2019 ■ আগরতলা, ৫ এপ্রিল, ২০১৯ ইং ■ ২১ চৈত্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

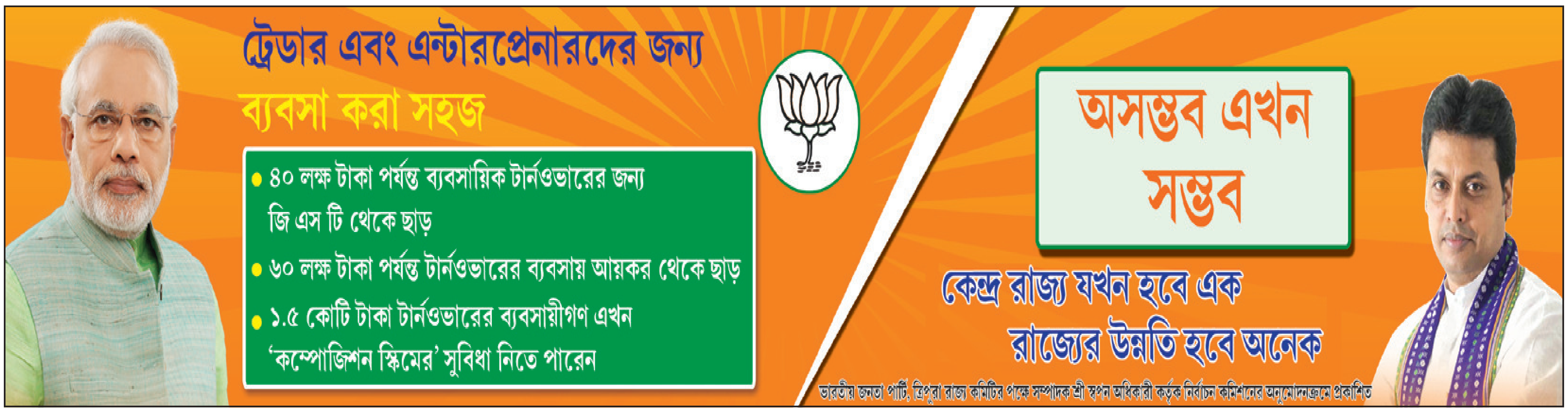

কেরলে ওয়ানাডে মনোনয়ন পেশ

সিপিএমের বিরুদ্ধে কোনও কথা নয় ঃ রাহুল

ওয়ানাড, ৪ এপ্রিল (হি.স.)।। লোকসভা নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে কংগ্রেসের রাজনৈতিক সমীকরণ ততই বদলাচ্ছে। কেরলের ওয়ানাডে এসে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলবেন না বলে জানালেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী। তাঁর কথায়, ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়তে চাই।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশের আমেঠির পাশাপাশি কেরলের ওয়ানাড থেকে প্রার্থী হয়েছেন রাহুল গান্ধী। এদিন বোন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরাকে নিয়ে মনোনয়ন জমা দেন তিনি। পরে রোড শোতেও অংশগ্রহণ করেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাহুল গান্ধী বলেন, উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম। ভারত ঐক্যবদ্ধ। এই বার্তা দিতে কেরলে আসা। প্রধানমন্ত্রী এবং আরএসএসের বিরুদ্ধে তোপ দেগে রাহুল গান্ধী বলেন, মোদীজি এবং আরএসএস যে ভাবে কেন্দ্রে কাজ করে চলেছে, তাতে করে দক্ষিণ ভারতের সংস্কৃতি এবং ভাষার উপর আঘাত হানা হয়েছে।

সিপিএম প্রতি সুর নরম করে রাহুল গান্ধী বলেন, সিপিএমের ভাই ও বোনেরা আমার বিরুদ্ধে প্রচার করবে, কথা ও আক্রমণ করবে। কিন্তু গোটা নির্বাচনী প্রচারাভিযানে আমি সিপিএম-র বিরুদ্ধে একটাও কথা বলব না।

এদিকে, যাবতীয় জল্পনার অবসান হয়েছে বলে দাবি রাজনৈতিক মহলের। কেরলের ওয়ানাড লোকসভা আসন থেকে মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী। অতীতে যে ভাবে ইন্দিরা গান্ধী ও সোনিয়া গান্ধী একইসঙ্গে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের জোড়া আসন থেকে লড়েছিলেন, এবার সেই পথেই হাঁটলেন রাহুল গান্ধী। কেরলের কংগ্রেস নেতা-কর্মী, ডিএমকে প্রেসিডেন্ট এম কে স্ট্যালিন-সহ আরও

অনেকের অনুরোধেই উত্তর কেরলের ওয়ানাড আসনটি বেছে নিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী। কংগ্রেসের তরফে গত রবিবারই অনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়, ওয়ানাড লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হবেন রাহুল গান্ধী। অবশেষে যাবতীয় জল্পনার অবসান হল। বৃহস্পতিবার ওয়ানাড লোকসভা আসন থেকে মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী। মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার সময় রাহুলের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরাও।

বুধবারই কেরল পৌঁছেছিলেন রাহুল গান্ধী। রাত কাটিয়েছিলেন কোঝিকোড়ের গেস্টহাউসে। এরপর বৃহস্পতিবার সকালেই কোঝিকোড়ে থেকে হেলিকপ্টারে চড়ে কেরলের ওয়ানাড পৌঁছন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী। সেই সময় রাহুলের সঙ্গে ছিলেন পূর্ব-উত্তর প্রদেশের দায়িত্ব প্রাপ্ত কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরাও। ওয়ানাড পৌছনোর বেশ কিছুক্ষণ পরই মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন রাহুল গান্ধী। মনোয়ন পেশের পর রোড শো করেছেন রাহুল-প্রিয়াঙ্কা। রাহুল ও প্রিয়াঙ্কাকে স্বাগত জানাতে রাস্তায় দু'ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রচুর সংখ্যক সাধারণ মানুষ।

প্রসঙ্গত, উত্তর প্রদেশের আমেঠির পাশাপাশি এবার কেরলের ওয়ানাড থেকেও ভোটেও লড়বেন রাহুল গান্ধী। উত্তর ভারতের পাশাপাশি দক্ষিণ ভারত থেকেও ভোটে লড়ার জন্য রাহুলকে তীব্র আক্রমণ করেছেন কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী তথা বিজেপি নেত্রী স্মৃতি ইরানি। আমেঠির জনগণকে রাহুল অপমান করছেন এমনই দাবি করে বৃহস্পতিবার সকালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি বলেছেন, 'আমেঠির জনগণের সমর্থণের জন্যই বিগত ১৫ বছর ধরে ক্ষমতা উপভোগ করতে পেরেছেন তিনি (রাহুল)। কিন্তু, এখন অন্য কোনও জায়গা থেকে মনোনয়ন জমা দিচ্ছেন তিনি। আমেঠির জনগণকে অপমান করলেন তিনি, জনগণ কখনই তা বরদাস্ত করবে না।

বিজেপির জাতীয়তাবাদের আদর্শে সহমত না হলে সে দেশদ্রোহী নয়, বিস্ফোরক আডবানি

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল (হি.স.)।। বিজেপির জাতীয়তাবাদের আদর্শে সহমত না হলে সে দেশদ্রোহী নয়। দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে বৃহস্পতিবার নিজের ব্লগে এমনই বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আডবানি।

লোকসভা নির্বাচনে আগে নিজের ব্লগে লালকৃষ্ণ আডবানি লেখেন, 'আমাদের ভারতীয় জাতীয়তাবোধের মতাদর্শে যারা রাজনৈতিক ভাবে সহমত নন তাদেরকে দেশবিরোধী মনে করেনি আমরা।' বিজেপির এখন আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে বলে দাবি করে লালকৃষ্ণ আডবানি লেখেন, বিজেপির মধ্যে আমাদের সবার উচিত ফেলা আসা ইতিহাসের দিকে, ভবিষ্যের দিকে তাকানো। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে আমাদের আত্মসমীক্ষা দরকার।

ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ইতিবাচক দিক তুলে ধরে লালকৃষ্ণ আডবানি বলেন, ভারতীয় গণতন্ত্র বহুত্ববাদ এবং বাক স্বাধীনতাকে সম্মান দিয়ে এসেছে। ভারতীয় গণতন্ত্রকে আরও বেশি শক্তিশালী করতে আমাদের সবার এগিয়ে আসা উচিত। প্রকৃত নির্বাচন গণতন্ত্রের উৎসব। ভারতীয় গণতন্ত্রের সবপক্ষ যেমন সংবাদমাধ্যম, রাজনৈতিক দল, নির্বাচন যারা পরিচালন করছে এবং সর্বোপরি জনগণের উচিত আত্মসমীক্ষা করা। সংবাদমাধ্যম সহ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষা করার জন্য বিজেপির সর্বদা সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে। জনগণের বেছে নেওয়ার ক্ষমতাকে বরাবর শ্রদ্ধা করেছে বিজেপি।

মাধববাড়ির ঘটনায় সিপিএম ও আইএনপিটি দায়ী ঃ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে রাজ্যে জাতি-উপজাতির ঐক্যে ফাঁটল ধরানোর চেষ্টা হচ্ছে এই অভিযোগ তুলে সিপিএম ও আইএনপিটিকে একহাত নিয়েছেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি তথা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। কাঞ্চনপুরে নির্বাচনী জনসভায় বিপ্লব দেব সাফ জানিয়েছেন, মাধববাড়িতে সংঘর্ষের ঘটনায় সিপিএম ও আইএনপিটি দায়ি। তাঁরাই উপজাতি অংশের যুবদের উস্কানি দিয়ে মাধববাড়িতে অস্থিরতা কায়েম করেছিলেন। জাতি - উপজাতির ঐক্যে ফাঁটল ধরানোর চেষ্টা করা হয়েছিল।

বিপ্লব দেবের কথায়, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধীতায় উপজাতি অংশের জনগণকে খেঁপিয়ে তোলার পেছনে সিপিএম ও আইএনপিটি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্ররোচনা দিয়েছে। তিনি বলেন, বিরোধীরা ওই ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি করেছিল। কিন্তু, রাজ্য সরকার মেজিস্ট্রেট তদন্তের মাধ্যমেই দোষি পুলিশ ও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুলিশের বিশেষ পর্যবেক্ষকের কাছে নালিশ জানাল বিজেপি, সিপিএম ও কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। পুলিশের বিশেষ পর্যবেক্ষকের কাছে নালিশ জানাল বিজেপি, সিপিএম ও কংগ্রেস। রাজ্যের এই তিন প্রধান রাজনৈতিক দল মূলত সন্ত্রাসের অভিযোগ জানিয়েছে পুলিশের বিশেষ পর্যবেক্ষকের কাছে।

এবিষয়ে বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি প্রদেশ কমিটির মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য্য বলেন, ডাঃ অশোক সিনহার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল আজ পুলিশের বিশেষ পর্যবেক্ষকের সাথে দেখা করেছেন। তাঁরা পুরনো অভিযোগ আবার পুলিশের বিশেষ পর্যবেক্ষকের কাছে তুলে ধরে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ছেন। পাশাপাশি, রাজ্যে নির্বাচনকে ঘিরে পিসিসি সভাপতি নির্দিষ্ট একটি জাতিগোষ্ঠিকে কেন্দ্র যেভাবে বক্তব্য রাখছেন তাতে রাজ্যে অশান্তি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গ্রীষ্মের ছুটিতে সামার ক্যাম্পের আয়োজন স্কুলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। এবছর গ্রীষ্মের ছুটিতে সরকারী স্কুলগুলিতে সামার ক্যাম্পের আয়োজন করা হবে। এমনই চিন্তাভাবনা করছে রাজ্য সরকার। সূত্রের খবর, গ্রীষ্মের ছুটিতে ১৪ দিন সামার ক্যাম্পের আয়োজন করা হবে। তাতে, প্রতিদিন তিন ঘন্টা করে সামার ক্যাম্পে ছাত্রছাত্রীদের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করা হবে। সূত্রের বক্তব্য, অংক ও বাংলা ১ ঘন্টা, একাডেমিক এক্টিভিটি ১ ঘন্টা এবং খেলাধূলার জন্য ১ ঘন্টা বরাদ্দ করা হয়েছে। সম্প্রতি শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে সমীক্ষায় চিহ্নিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ই ভি এম এবং পোষ্টাল ব্যালটে ভোটগ্রহণ করতে বৃহস্পতিবার আগরতলায় উমাকান্ত একাডেমিতে এক্সচেঞ্জ পর্ব হয়েছে। ছবি- নিজস্ব।

পানীয় জলের দাবিতে তেলিয়ামুড়া ও গন্ডাছড়ায় পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/তেলিয়ামুড়া, ৪ এপ্রিল।। পরিশ্রুত পানীয় জলের দাবিতে তেলিয়ামুড়ায় জাতীয় সড়ক এবং গন্ডাছড়ায় পথ অবরোধ করেছেন স্থানীয় জনগণ। তাতে যান চলাচল মারাত্মক ভাবে ব্যহত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে তেলিয়ামুড়া থানাধীন চাকমাঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতে জরইলংবাড়ি এলাকার প্রমিলা বাহিনী পানীয় জলের দাবিতে কলসি নিয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। রবিবার সন্ধ্যা থেকেই বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাতে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী জাতীয় সড়ক অবরোধের পথ বেঁছে নেন। এদিনের ঘটনায় সকাল বেলায় নিত্য যাত্রীরা দুর্ভোগের শিকার হন। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর মহকুমার প্রশাসনের তরফে পানীয় জল সরবরাহের প্রতিশ্রুতি পাওয়া পর অবরোধকারীরা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন।

এদিকে, পরিশ্রুত পানীয় জল এবং এমজিএরেগার বকেয়া মজুরির দাবিতে সড়ক অবরোধ করেছেন গণ্ডাছড়ার বনপাড়া, লোকনাথ কলোনিপাড়া এবং ভগীরথী পাড়ার বাসিন্দারা।

বৃহস্পতিবার সকালে ওই সব এলাকার বাসিন্দারা রাস্তার উপর বালতি, হাঁড়ি রেখে সড়ক অবরোধ করেন। তাদের অবরোধে আটকে পড়ে অসংখ্য যানবাহন। সমস্যায় পড়তে হয় সাধারণ মানুষকে। জানা গেছে, সড়ক অবরোধের ফলে বিস্তর ক্ষতি হয়েছে গণ্ডাছড়ায় বাজারে ব্যবসা করতে আগত ব্যবসায়ীদের। আজ ছিল গণ্ডাছড়ায় হাট বার। পথ অবরোধের ফলে ব্যবসায়ীরা মালপত্র নিয়ে বাজারে গিয়ে ব্যবসা করতে পারেনি।

অভিযোগ, গণ্ডাছড়ার বনপাড়া, লোকনাথ কলোনিপাড়া এবং ভগীরথী পাড়ায় দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের সমস্যা চলে আসছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে স্থানীয় প্রশাসনকে দীর্ঘদিন ধরে এ ব্যাপারে অবগত করলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে গ্রামবাসীরা পথ অবরোধে বসেন।

অবরোধকারীরা জানান শুধু পানীয় জলের সমস্যাই নয়, প্রাপ্য রেগার মজুরির দাবিতে তাদের এই অবরোধ। অবিলম্বে তাদের বকেয়া রেগার মজুরি মিটিয়ে দিতে দাবি তাঁদের। এদিকে গণ্ডাছড়ার বনপাড়া, লোকনাথ কলোনিপাড়া এবং ভগীরথী পাড়ার গ্রামবাসীরা সড়ক অবরোধ করেছেন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান প্রশাসনের আধিকারিকরা। সেখানে গিয়ে তাঁরা অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন। আধিকারিকদের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে প্রায় তিন ঘণ্টা পর সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়।

স্পোস্টাল ব্যালট ও ইডিসি বিলি শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। ১-পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের জন্য ই ভি এম এবং পোষ্টাল ব্যালটে ভোটগ্রহণ করতে আজ উমাকান্ত একাডেমিতে এক্সচেঞ্জ পর্ব হয়েছে। আজ সন্ধ্যায় রাজ্য নির্বাচন দপ্তরে সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক শ্রীরাম তরনীকান্তি। বিশেষ নির্বাচন আধিকারিক প্রমথ রঞ্জন ভট্টাচার্য এবং অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক উষাজেন মগও সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

চিকিৎসক নিগ্রহ আন্দোলনের হুমকি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। সাব্রুমে চিকিৎসক নিগ্রহের ঘটনায় অভিযুক্তকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে গ্রেপ্তার না করা হলে আন্দোলনের হুমকি দিয়েছে অল ত্রিপুরা গভঃ ডক্টরস্ এসোসিয়েশন এবং ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের ত্রিপুরা শাখা। বৃহস্পতিবার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৫ ■ সংখ্যা ১৭৭ ■ ৫ এপ্রিল ২০১৯ ইং■ ২১ চৈত্র ■ শুক্রবার ■১৪২৫ বঙ্গাব্দ

গভীর সংকটে বামপন্থা

দেশের বামপন্থী রাজনীতির উপর এতবড় বিপর্য্যয় ইতিপূর্বে আসিয়াছে কিনা এই প্রশ্ন এখন খুব নাড়া দিতে চলিয়াছে। এবারের লোকসভা নির্বাচনে এক সময়ের ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, কেরলে যে দলের মজবুত দূর্গ ছিল সেই সিপিআই(এম) দল আজ প্রায় মুখ থুবরাইয়া পড়িবার মতো অবস্থায় গিয়া ঠেকিয়াছে। স্বাধীনতার পরও যে কমিউনিষ্ট পার্টি জনমনে বিশ্বাস ও ভরসার জায়গা তৈরী করিয়াছিল তাহাও যেন আজ অবশিষ্ট নাই। কেন এই পরিণতি, কেন বামপন্থী রাজনীতি আজ মুখ থুবরাইয়া পড়িল, কেন বিপ্লবী কমড়েডরা একেবারে দল বিমুখ হইয়া পড়িল তাহার বিশ্লেষণ পর্য্যবেক্ষণ খুব জরুরী। জরুরী এই কারণে যে, দেশ এক কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়া চলিয়াছে। বিপদের বড় আঁচ পাওয়া যাইতেছে। স্বাধীনতার পর অর্থনৈতিক সংকটের মাঝে দেশ যখন হামাগুড়ি দিয়া চলিতেছিল, সেই অবস্থা হইতে উত্তরণ একদিনে হয় নাই। সেই সময় দেশের সর্বময় কর্তৃত্বে ছিল কংগ্রেস, নেহেরু পরিবারের কংগ্রেস। একচ্ছত্র আধিপত্য ক্ষমতায় মত্ত কংগ্রেস নেতা ও সরকারের বিরুদ্ধে দূর্নীতি ইত্যাদির অভিযোগ বাড়িতে থাকে। যাট ও সত্তরের দশকে যখন দেশ জুড়িয়া দূর্ভিক্ষের মতো পরিস্থিতি চলিতেছে। চরম দারিদ্রের কষাঘাতে যখন দেশবাসী দিশাহারা তখন মানুষ অর্থনৈতিক মুক্তির পথ খুঁজিতেছিল। সেই সময় দৃঢ়চেতা মানুষ কমিউনিষ্টদের আদর্শে প্রভাবিত হয়। বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, ত্রিপুরায় কমিউনিষ্ট দূর্গ গড়িয়া উঠে। গরীব, সর্বহারা শ্রমিক কৃষকের কথা বলিয়া কমিউনিষ্ট পার্টি এই ত্রিপুরাতেও জনমনে আসন নিয়াছিল। যাটের দশকে চিন-ভারত যুদ্ধের পর ক্ষত বিক্ষত দেশবাসী কমিউনিষ্ট পার্টির ভূমিকা নিয়া প্রশ্ন তুলিয়াছিল। সেই সময় ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি ত্রিধা বিভক্ত হইয়া যায়। মূল পার্টি সিপিআই এখন ইতিহাসেই ঠাঁই নিয়াছে। সিপিআই সরাসরি রুশপন্থী হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছিল। সিপিএম রুশ ও চিনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত না হইলেও চিনের প্রতি অনেক ক্ষেত্রেই নরম মনোভাব দেখাইয়াছে। আর সিপিআই(এমএল) নকশালপন্থীরা তো সরাসরি চীনপন্থী হিসাবে প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয়। চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান শ্লোগান তুলিয়া বিপ্লব করিয়াছে জোতদার মহাজন ও বুর্জোয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করিয়া। সেই অতি বামপন্থীরাও এখন ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই নিয়াছে।

সিপিআইম দলই দেশ জুড়িয়া আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে সংসদীয় রাজনীতির পথকে বগলদাবা করিয়াছিল। এই দল সংসদীয় রাজনীতিতে অংশ নিয়া সুখ ভোগ ও নগ্ন দলবাজীর পথ অনুসরণ করিল। পশ্চিমবঙ্গ, কেরল ও ত্রিপুরায় এই দল যথেষ্ট প্রভাব জনমনে প্রতিষ্ঠা দিতে পারিয়াছিল কংগ্রেসের অপশাসন, দূর্নীতি ও বঞ্চনার কারনেই। কিন্তু, এই বামপন্থীরা সংকীর্ণতার বেড়াজাল মুক্ত হইতে পারিল না। কিছু কিছু বামপন্থী উদারমনস্ক নেতা কর্মী ছাড়া মার্কসবাদীদের বেশীর ভাগই নগ্ন দলবাজীর জালে আবদ্ধ হইয়াছিল এবং এখনও আছে। পার্টির লোক না হইলে সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত করার এই প্রবণতার কারণে দল ধীরে ধীরেই আবার জন আস্থা হারাইতে থাকে। যেন তেন প্রকারেণ দল ভারী করাই ছিল লক্ষ্য। আর হঠকারী আন্দোলনের ফলে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের মৃত্যুর মিছিল হইয়াছে। ত্রিপুরায় বাম শাসনে সবচাইতে বেশী হইয়াছে দলবাজী। চাকুরী হইতে শুরু করিয়া সামান্য রেগার কাজেও দলবাজী চলিয়াছে সমান তালে। এইভাবে বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করিবার চেষ্টা মানুষ দেখিয়াছে। বঞ্চনা, নগ্ন দলবাজীর কারণে জনমনে পুঞ্জিভূত ক্ষোভ সুযোগ পাইয়াই বিস্ফোরিত হইয়াছে। পঁচিশ বছরের রাজত্ব এক ঝটকায় তছনছ হইয়া গেল। পঁচিশ বছরের কমিউনিষ্ট শাসনের পর ক্ষমতা হারাইয়া একটি বামপন্থী দল একেবারে অসহায়ের মতো ছটফট করিতেছে। রাজ্যে ক্ষমতাসীন রামের দল বাম দলের মাথা তুলিতেই দিতেছে না। এক সন্ত্রাসের পরিস্থিতিতে বিপ্লবী কমরেডদের অধিকাংশই তো একেবারে ঘরবৈঠা। নয়তো গেরুয়া দলে নাম লেখাইয়া প্রাণ বাঁচাইতেছে। এই ত্রিপুরায় সিপিএম কম রক্ত ঝরায় নাই। রাম আমলে সেই রক্ত স্রোত নাই। সেই কংগ্রেসীদের খুনের ইতিহাস নাই। সিপিএম রাজ্যে এক দলীয় শাসন কায়েমের লক্ষ্যে যেসব কীর্তি কাহিনী রাখিয়াছে তাহা বর্তমান পরিস্থিতিতে দর্পণে নিজেদের অতীতকে দেখিতে পারেন।

সিপিএম দল ভারী করিতে কিনা করিয়াছে। শুধুই আমার লোক। সরকারী চাকুরী দেওয়া হইয়াছে নির্লজ্জভাবে একেবারে দলবাজীর মাধ্যমে। লোক দেখানো ইন্টারভিয়্যু করিয়া দলের লোকদের সুবিধা দেওয়া হইয়াছে একেবারে নগ্নভাবে। আজ সেই সুবিধাভোগীরা কোথায়? পাঁচজন কমরেডকে রাস্তায় নামানোই এখন মুশকিল। কথায় আছে 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা'। কমরেডরা শিখিয়াছে লড়াই লড়াই লড়াই চাই। কিন্তু কোথায় লড়াই। কিল খাইবার ভয়ে বা প্রাণ বাঁচাইতে সব কমরেডরা তো নিরাপদ আশ্রয়ে ছুটিতেছে। আসলে, আদর্শ নীতি বিচ্যুত হইলে দল শক্তিহীন হইয়া পড়ে। মার্কসবাদী দলে অন্তত নব্বই শতাংশ কমরেড মার্কসবাদ কি জানে কিনা সন্দেহ। তাহাদের ব্যাক্তি জীবনেও তাহার সামান্যতম আচরণ লক্ষ্য করা যায় না। নগ্ন দলবাজীর মাধ্যমে দলের শক্তি বাড়ানো এবং কমরেডদের মধ্যে দূর্নীতি, দম্ভ দলের প্রাণ শক্তিকে তছনছ করিয়া দিয়াছে। আর পাঁচটা বুর্জোয়া দলের সঙ্গে এই কমিউনিষ্ট দলের ফারাক খুজিয়া পাওয়াই মুশকিল। এই ভাবেই দেশ জুড়িয়া বামপন্থার সংকট তীব্রতর হইয়াছে।

ক্ষমতা থেকে বিদায় নিতে চলেছে মোদী সরকার, দাবি আনন্দ শর্মার

মুম্বই, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : ক্ষমতা থেকে বিদায় নিতে চলেছে মোদী সরকার। বৃহস্পতিবার বিজেপি বিরুদ্ধে সরব হয়ে এমনই দাবি করলেন কংগ্রেস নেতা আনন্দ শর্মা।

এদিন আনন্দ শর্মা বলেন, জনগণকে হুমকি এবং বিপথে চালিত করার দিন শেষ হতে চলেছে। কারণ ক্ষমতা থেকে বিদায় নিতে চলেছে মোদী সরকার। নরেন্দ্র মোদীকে ঠেস দিয়ে আনন্দ শর্মা বলেন, রাজনৈতিক বিরোধীদের নিজের ব্যক্তিগত শত্রু হিসেবে বিবেচনা করেন নরেন্দ্র মোদী। দেশপ্রেম সম্পর্কে বলতে গিয়ে আনন্দ শর্মা বলেন, জাতীয়তাবাদ এবং দেশপ্রেম বিজেপির থেকে শিখবে না কংগ্রেস। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা ব্রিটিশদের সমর্থন করেছিল, তারাই পরে বিজেপি তৈরি করেছিল। এরা মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আদর্শে চলেনি। আফস্পা এবং কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আনন্দ শর্মা বলেন, ইউপিএ-র জমানায় রেকর্ড সংখ্যাক পর্যটক কাশ্মীরে গিয়েছিল। কিন্তু বিগত পাঁচ বছরে পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে।

অগপ নেতা প্রাক্তনমন্ত্রী যতীন মালি যোগ দিলেন কংগ্রেসে

গুয়াহাটি, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : অসম গণ পরিষদ (অগপ)-এর বর্ষীয়ান নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী যতীন মালি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার গুয়াহাটিতে কংগ্রেস সদর দফতর রাজীব ভবনে এপসিসি সভাপতি রিপুন বরা, পঞ্জাবের অর্থমন্ত্রী মনপ্রীত সিং যতীন মালির হাতে দলীয় সদস্যপত্র তুলে দিয়েছেন।

পলাশবাড়ির প্রাক্তন বিধায়ক তথা অগপ আমলে রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য ঝিলেন যতীন। কংগ্রেসে যোগদান করে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি। যতীন বলেন, সভাপতি অতুল বরার অগপকে নিঃশেষ করতে চলেছেন। যে জাতীয়তাবাদীর নীতি নিয়ে অসম গণ পরিষদ গঠন হয়েছিল বিজেপির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে সেই নীতি বিসর্জন দিয়েছেন অতুল বরা। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল সর্বাবস্থায় পাশ করবে বিজেপি, অসমে এসে বার বার এই ঘোষণা করছেন অমিত শাহ। এর পরও সেই দলের সঙ্গে ঘর করছে অগপ। তাই এমন নীতিভ্রষ্টদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে আজ তিনি কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন, বলেন অগপ নেতা যতীন মালি। এবার কেন্দ্রে কংগ্রেসই সরকার গড়বে বলে দাবি করেছেন তিনি।

পাণ্ডুলিপি থেকে বই হয়ে উঠার প্রক্রিয়া রোমাঞ্চকর

অভীক মজুমদার

কোনো বন্ধুর প্রথম বই বরে হচ্ছে--- এমন ঘটনায় ভীষণই আনন্দ হয়। সেই বইয়ের প্রকাশ ব্যাপারে সামান্য সাহায্য করতে পারলেও এত ভালো লাগে যে সীমিত ক্ষমতা নিয়েও উদ্গ্রীব থাকি কাছাকাছি, যদি কোনো কাজে ডাক পড়ে। যাদপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের ছাত্র প্রবীরের ক্ষেত্রে অবশ্য ভালোলাগার সঙ্গে কর্তব্য বোধও জড়িয়ে থাকে অনেকটা। কারণ, এই বই তার প্রথম ও শেষ বই। এবং তার অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব তো সম্পূর্ণ আমাদের, যারা ছিলাম প্রবীরের কবিতার অনুরাগী পাঠক ও শ্রোতা।'

কথাগুলো লিখেছিলাম 'প্রবীর দাশগুপ্তের কবিত' নামক এক চিলতে একটা বইয়ের পরিশিষ্টে। সম্পাদক হিসেবে। প্রবীর দাশগুপ্ত ছিল আমাদের অভিন্নহৃদয় বন্ধু। পড়ত তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে। আমিও তখন যাদপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্র। তীব্র ধারালো কবিতায় আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত প্রবীর। ১৯৮৯ সালের ২৪ মার্চ হঠাৎ চলে গেল প্রবীর। আমরা মৃত্যুর সেই প্রথম অভিঘাতে একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়লাম। জলজ্যান্ত একটা ছেলে পাঁচ-সাতদিন জ্বরে ভুগে যে বেমালুম মৃত হয়ে যেতে পারে, এ কথাটা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তখন বুঝিনি, আমি সেই হত্যভাগ্য, যাকে বন্ধুদের অন্তর্ধান একের পর এক দেখে যেতে হবে। প্রবীরের কথা মনে পড়লেই,চোখে ভেসে ওঠে অচ্যুতের চশমা পরা গম্ভীর মুখ। যার মাধ্যমে কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে প্রবীরের সঙ্গে আমার আলাপ। অচ্যুতও নেই। প্রবীরের মৃত্যুর পর আমি আর অচ্যুত এলোমেলো কথা বলতাম, প্রবীরের লেখাপত্র কীভাবে সংকলন করা যায়। অচ্যুত প্রেসিডেন্সি কলেজ সেকেন্ড ইয়ার। বাংলা। আমার মতোই তন্ময়, বাবালা (রজত), অভিজিৎ, স্বাথী, ল্যাডলীদা শোকস্তব্ধ মুখে সেসব আলোচনায় নানা সংযোজন করে চলত। দিন কাটে। মাস পেরয়। হঠাৎ এলে সেই ডাক।

তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের নিজের ঘরে হঠাৎ তলব করলেন মানববাবু, অধ্যাপক মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'প্রবীরের একটা বই করলে কেমন হয়? প্যাপিপরাস-এর সঙ্গে কথা বলেছি। টাকা পয়সা যা লাগে, বিভাগ থেকে আমরাই দিয়ে দেব। তুমি লেখাগুলো জোগাড় করে সাজিয়ে দাও। পারবে তো?' আমার তো একদিকে গলা বুজে আসছে, অন্যদিকে ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা মেরে গিয়েছে। স্রেফ ভয়ে। চটক ভাঙাল মানববাবুর পাশে বসা দুর্মুখ শিবাজীদা, অর্থাৎ শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরক্তি আর তিক্ততা ভরা কণ্ঠস্বরে। 'ও করবে সম্পাদনা? তাহলে ও বই আর বেরিয়েছে'! পরের দিন ডাকলেন শিবাজীদা। একপাতা ছাপা একটা পৃষ্ঠা দেখিয়ে বললেন, 'প্রুফ দেখতে পারো? কী? পারো! দেখি তো কেমন পারো'। আমার যতটুকু জ্ঞানগম্যি, দেখলাম। আবার, বিরক্তি আর তিক্তাতা নিয়ে সেটা একপলক পড়ে, লাল পেন দিয়ে খুদি-খুদি অক্ষরে লালে-লাল পৃষ্ঠা এগিয়ে গিলেন আমার দিকে। 'বলেছি তো, ও বই বেরবে না।.........' আমি হতভম্ব হয়ে দেখলাম ঊর্ধ্বকমা, হাইফোন, সেমিকোলন, মাত্রাযুক্ত-এ কার, নির্দেশক ও-কার, ভাঙা হরফ সংশোধন, কমা আর 'আধুনিক' বানানে জর্জরিত সেই অক্ষরমালা! সেই শুরু। তারপর থেকে রোজ। একটু একটু করে বুঝতে পারছিলাম, লোকটার খ্যাঁকানি আর অপমানকর স্বগতোক্তি আসলে আমাকে শিক্ষাদানেরই এক অভিনব পদ্ধতি। শিবাজীদা আজও পাল্টাননি। আমার অবশ্য এত বছরে ওসব গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। উল্টে আজকাল আমিও মুখঝামটা দিতে থাকি। বেশ কাজ হয়।

প্রবীরের লেখা জোগাড়ে মেতে উঠলাম আমরা। তখন কত কত মানুষ যে সাহয্যের হাত বাড়ালেন, তা ভোলার নয়। প্রবীরের বন্ধু-বান্ধবীরা তো বটেই, এগিয়ে এল প্রবীরের অগ্রজ কবি বন্ধুরাও। শোকের ভারী আবহে সবাই মিলে হইহই করে দৌঁড়ে বেনাতে লাগলাম পত্রপত্রিকা আর প্রবীরের ডায়েরির খোঁজে।

ওদিকে আমার শিক্ষানবিসীল চলছে পুরোদমে। কোনও দিন মানববাবু শেখাচ্ছেন কীভাবে কবিতার সঙ্গে রাখতে হয় প্রথম প্রকাশের তথ্য, কখনও সুবীর রায়চৌধুরী বোঝাচ্ছেন হরফ এবং পঙ্ক্তি দৈর্ঘ্যের সামঞ্জস্য, কখনও অরিজিৎদা বোঝাচ্ছেন কাগজেররং আর বইয়ের অচেনা আকারের রহস্য। পাণ্ডুলিপি থেকে বই---এই পুরো প্রক্রিয়াটা যেন একটু একটু করে স্পষ্ট আর পরিষ্কার হয়ে উঠছিল। তাতে যে এত ধাপ-সোপানের উচ্চাবচতা,

কোনো বন্ধুর প্রথম বই বরে হচ্ছে— এমন ঘটনায় ভীষণই আনন্দ হয়। সেই বইয়ের প্রকাশ ব্যাপারে সামান্য সাহায্য করতে পারলেও এত ভালো লাগে যে সীমিত ক্ষমতা নিয়েও উদ্গ্রীব থাকি কাছাকাছি, যদি কোনো কাজে ডাক পড়ে। যাদপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের ছাত্র প্রবীরের ক্ষেত্রে অবশ্য ভালোলাগার সঙ্গে কর্তব্য বোধও জড়িয়ে থাকে অনেকটা। কারণ, এই বই তার প্রথম ও শেষ বই। এবং তার অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব তো সম্পূর্ণ আমাদের, যারা ছিলাম প্রবীরের কবিতার অনুরাগী পাঠক ও শ্রোতা।'

তাতে যে এত বাবনাচিন্তার অলিগলি, তাতে যে এত রোমাঞ্চ আর উদ্ভাবন, এত অভাবনীয় আয়তন, এত কারুকার্য---আগে আন্দাজ করতেই পারিনি।

বই বেরল ২৫ বৈশাখ ১৩৯৭ তারিখে। প্রচ্ছদ এঁকে দিল তন্ময় মৃধা, ভূমিকা লিখে দিল অচ্যুত। সেই প্রকাশের দিন অমলিন উত্তেজনায় আমরা টগবগ করছিলাম। সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হল আমার। মুদ্রণ বিষয়ে যাঁরা অকৃপম প্রসন্নতায় আমাকে প্রশিক্ষণ দিলেন, শেখালেন সম্পাদনার খুঁটিনাটি, তাঁরা ওই ক্ষেত্রে কত কীর্তিমান দিকপাল, ওই বয়সে সেকথা বোঝার মতো বুদ্ধিবৃত্তি হয়নি। এখন আফসোস হয়, আরও কেন শিখতে চাইনি।

আরও একটা কথা। বইয়ে লেকা ছিল 'তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ/ যাদপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তায় প্রকাশিত' ভাবা যায়! অতি তরুণ এক কবি, বিভাগের ছাত্র, অকালপ্রয়াত। তার কবিতার বই প্রকাশ করার উদ্যোগ নিচ্ছেন বিভাগের দিদিমণি-মাস্টারমশাইরা। অন্য বিভাগের স্নাতকস্তরের এক ছাত্রকে সম্পাদনার দায়িত্ব দিয়ে তাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে সড়গড় করে তোলা হচ্ছে। বুক ফুলে যায় ওঁদের গর্বে। কী একখানো যাদপুর বিশ্ববিদ্যালয় ছিল আমাদের ! স্রেফ কপালের জোরে ডাক পেলমা আমি যে কেউ-ই পেতে পারত। স্রেফ নিয়তির নির্বন্ধে আমি বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে শিখতে পারলাম, পাণ্ডুলিপি কত রকমের হয়। কী কী সমস্যা সেখানে লুকানো থাকতে পারে।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোধ্যায় শিখিয়েছিলেন, পাণ্ডুলিপি তিন-চার রকমের হতে পারে। সম্পূর্ণত লেখকের হাতে লেখা। তাহলে খুঁটিয়ে ধেকতে হবে বানানের সমতা এবং কালানুক্রমিক প্রবণতাসমূহ। যদি তারিখ না-পাওয়া যায় তখন বিন্যাসে ওই সূত্রগুলো থেকে আন্দাজ গড়ে তুলতে হবে। পাণ্ডুলিপি হতে পারে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে মুদ্রিত পৃষ্ঠা কেটে -জুড়ে। প্রত্যেক পত্রিকায় চলে তাদের নিজস্ব বানানবিধি। ফলে, আলাদা আলাদা প্রকাশিত লেকায় বানান-সমতা আনাতে হবে। লেখকের অনুমতিক্রমে বিন্যাসের অদল-বদল করতে হতে পারে, কেননা কবিতার স্তবক বিভাজনে বুদ্ধদেব বসু কেমন পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন, রবীন্দ্রনাথ কী করেছেন, ইংরেজ-ফরাসিরা কী করে ইত্যাদি। অন্য কারও হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি হলে কী কী দেখতে হবে অর্ধেক ছাপা-কাটা-জোনা ।ার অর্ধেক হাতে লেকা হলে কী করতে হবে---এইসব অনুপুঙ্খ। সুবীর রায়চৌধুরী শেখালেন শিরোনামের হরফ, লেখকের নাম আর লেখার হরফ —এই তিনের কত ধরনের অনুপাত হয়। স্বদেশ এবং বিদেশ। কখন হাফরুল ব্যবহারে হবে, কখন রান-অন হবে, পাণ্ডুলিপি থেকে মুদ্রণে যাওয়ার সময় কোথায় কোথায় সতর্ক হতে হবে এবং কেন—এসব প্রসঙ্গ। শিবাজীদা প্রুফ দেখা। অরিজিৎ কুমর হরফের আকার প্রকার। সেই শেখার মজা অন্তহীন। আজও শেষ হয়নি।

বুঁদ হয়ে আছি।

(২)

সকালে ফোন এল নবনীতাদির। রবিবার ছিল সেটা। 'ভাল-বাসা' বাড়িতে ডেকে পাঠালেন। ২০০৬ সালের শেষদিক তখন। গিয়ে দেখি অঞ্জিলিদি, কবি অঞ্জলি দাশও সেকানে হাজির। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কবিতার একটা সংকলন করবেন নবনীতাদি। আমি সঙ্গে থাকতে রাজি কি না। এসব প্রস্তাব জীবনে বারবার আসে না। আমি লুফে নিলাম। ব্যস। যাদপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ক্লাসান্তে বা বাড়ি থেকে ছুটির দিন অহরহ ঢুকে পড়তাম নরেন্দ্র দেব-রাধারানী দেবীর স্মৃতি বিজড়িত বিখ্যাত সেই বাড়িতে। নবনীতাদি, আমি আর অঞ্জলিদি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ও -বাড়িতে তুমুল হইহল্লা করেছি। বেশ কয়েকবার আমি একাও ওই কাজে উপস্থিত থেকেছি। কত দুপুর, কত বিকেলস সন্ধে গড়িয়ে রাত্তির ওখানে দফায়-দফায় কাটিয়েছি, কত খোশগল্প কত কর্ত-বিতর্ক, কত গ্রহণ -বর্জন, কত প্রশ্ন -মীমাংসা কত সংশয়-সমাধান—তার ইয়ত্তা নেই। সদাজাগ্রত কানাইদা নিয়মিত এনে দিতেন স্বাদু কাদ্যদ্রব্য, চা শরবত। মাঝে মাঝেই ঢুকে পড়ত ছটফটে শ্রীবস্তী। দু'দিন অনেকটা সময় আমাদের সঙ্গে ছিল নন্দনা। কোনও কোনও দিন নবনীতাদি কাজ করতেন, আর আমি সারা বাড়ি টহল দিয়ে বেড়াতাম। ঘরে ঘরে কত বই, কত সাবেকি আসবাব, বারান্দায় রৌদ্রছায়ার খেলা। অনেক বছর পর, এই কয়েক দিন আগে নবনীতা দেবসেনের ৮১ বছরের জন্মদিন উপলক্ষে জড়ো হয়েছিলেন অনেক মান্যিগণ্যি মানুষ, পাশেই এক প্রাঙ্গণে। নেমন্তন্ন এসেছিল আমারও। ফেরার পথে একবার 'ভালো-বাসা'-য় ঢুকে সেই সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ওই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। দপ্ করে জ্বলে উঠল আলো।

কী কী শিখলাম ও কাজ করতে গিয়ে? এবার অবশ্য কাজটা ভিন্ন ধরনের। কবিদের চিহ্নিত করতে হবে প্রথমে। তারপর বাছতে হবে প্রত্যেকের দু'টি প্রতিনিদিত্বমূলক কবিতা। মুসকিলটা হল, দু'ক্ষেত্রেই প্রতিদিন পাণ্ডুলিপি পাল্টে যেতে তাকে। কিছুদিন পর আবার হয়তো ফিরেও আসে। বাতিল প্রত্যাবর্তন-সংযোজন এই ত্র্যহস্পর্শে স্থাণু পাণ্ডুলিপি নিরন্তর প্রবহমান হয়ে ওঠে। নবনীতাদি কখনও হতাশ, কখনও উৎফুল্ল, কখনও বিষণ্ণ আবার কখনও নির্বেদে ডুবে যান। এই প্রকল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে সন্দিহার হয়ে ওঠেন। কিন্তু কখনওই যুক্তি আর অনুভূতি থেকে সরে যান না।

এত পরিশ্রমের কোনও প্রয়োজন ছিল কি? উনি দায়সারাভাবে সাজিয়ে দিতেই পারতেন পুরো সংকলন। একাই। কিন্তু সজনে-নির্জনে, আলোচনায়-তর্কে, যুক্তি-প্রতিযুক্তিতে একটা সমবেত সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর ধারাবাহিক চেষ্টা করছিলেন উনি। সেটা শিক্ষণীয়। একসঙ্গে কাজ করতে গেলে, অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হয়, বয়সে-জ্ঞানে-চিন্তায় যারা অনেক ছোট (সর্বার্থেই), তাদের সঙ্গে বিনিময় সংলাপ চালাতে হয় সমকক্ষের মর্যাদায়—সেটা ও শেখার। সবই মুদ্রিত কবিতা, তবু পাণ্ডুলিপিতে গৃহীত কবিতার কোনও পাঠান্তর আছে কি না, কোনও সংস্কারণ ভেদে সংযোজন-বিয়োজন হয়েছে কি না, কবির জন্মসাল বা প্রয়াণ তারিখে অসংগতি বা ত্রুটি আছে কি না, এসবও লক্ষ করতে হয়। এমনকী যতিচিহ্নও!

এ কাজ করতে গিয়ে, আমারই প্রাপ্তি হল বহুবিধ, উপরন্তু ভূমিকায় নবনীতাদি এত প্রশংসা করলেন, মাটিতে পা পড়ে না!

(৩)

আমি অনেকবার ভেবে দেখেছি, পাণ্ডুলিপি থেকে বই হয়ে ওঠার এই প্রক্রিয়া এত রোমাঞ্চকর কেন! আসলে, পাণ্ডুলিপি শেষ পর্যন্ত ব্যক্তির। বই হল পাঠকের। শুধু তাই নয়, বই বল অপরিবর্তনীয় একটা রূপাবয়ব। পাণ্ডুলিপিতে কাটাছেঁড়া চলতে পারে,কিন্তু একটা সংস্কারণে বই থাকে নিষ্কম্প, স্থাণু। পাণ্ডুলিপি যদি হয় তরল পদার্থ, বই হল কঠিন। উপরন্তু, মুদ্রণের চেহারা স্পষ্ট হয় দু'মলাটের মধ্যে। সম্পাদনার ।াগে-পরে পাণ্ডুলিপির মুখাবয়ব পাল্টায়। বইয়ে সেই সুযোগ নেই। অদ্ভূত একটা বই হাতে এসেছে। রবীন্দ্রনাথের 'Talks in china' সম্পাদনা করছেন লিওনার্দ এলম্হার্স্ট। পাতা খুললে আশ্চর্য হতে হয়! এটি আসলে পাণ্ডুলিপি। কেননা পাতায় পাতায় অজস্র পরিবর্তনের দাগ। সবই এলম্হার্স্টের কলমে। প্রকাশকের প্রাক্-কথনে বালা আছে---'Eimhirst, as Tagore's Eecretary, took note of all those lectures in china, And affer publication of the book by viswa Bharati, Elmhirst himself had correcred and edited a copy of it' বইটির প্রকাশক 'Boi-chitra Prakashan' (2018) একাধারে পাণ্ডুলিপি এবং বই এটা। অত্যাশ্চর্য!

কী শেখার আছে বইটি থেকে? পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার বহুমুখী করণকৌশল। সম্পাদনা হাতে-কলমে শেখার এমন জ্যান্ত দৃষ্টান্ত খুব সহজে মেলে না।

(৪)

আমার মাস্টারমশাই শঙ্খ ঘোষের ঘরে পাণ্ডুলিপি থেকে বই হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া সারা বছর জুড়ে লক্ষ করা যায়। রাতদিন-সাতদিন তিনি ব্যস্ত থাকেন পাণ্ডুলিপি নির্মাণের নানা স্তরে। আরও উল্লেখযোগ্য কথা হল, এই বইগুলো একটিও তাঁর নিজের নয়। প্রধানত তরুণদের। কখনও তিনি গ্রন্থ বিন্যাস করে দিচ্ছেন, কখনও অনুবাদ সংশোধন করছেন, কখনও প্রুফ দেখছেন, কখনও তথ্য সংশোধন করছেন, কখনও সম্পাদনা করছেন, কখনও নামকরণ করে দিচ্ছেন। কখনও মন্তব্য লিখে দিচ্ছেন মার্জিনে। সারা বছরই তাঁর ভেতরের ঘরে ঢুকলে স্তূপাকার শুঁয়োপোকা, লার্ভা, ডিম, গুটি লক্ষ করা যাবে। তারপর তারা বইমেলা বা অন্য সময়ে প্রজাতি হয়ে উড়ে যায় পথে-ঘাটে। আকাশে-অলিন্দে। কলজে স্ট্রিটে, বইপাড়ায় বিপণিতে। তিনি নির্বিকারে। পরের পাণ্ডুলিপিতে নিমগ্ন।

সেই মাস্টারমশাই আমাকে ডাক দিলেন 'সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত' বইটির প্রুফ দেখতে। আমি এক পায়ে খাড়া। আবার শিখতে শুরু করলাম। সালটা ছিল ২০১০। এর আগে অনেকবার স্যারেরসঙ্গে বই তৈরিরকাজে কাঠবিড়ালীর ভূমিকা পালন করেছি। তার মধ্যে সবথেকে প্রকাণ্ড ছিল রবীন্দ্রপতনাবলি ষোড়শ খণ্ড---গ্রন্থপরিচয়। প্রকল্প যেমন বৃহদায়তন, তার অভিজ্ঞতাও বহুবিচিত্র। সে অনেক বড় গল্প। 'সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত' বইয়ের কথায় ফিরি। আমাদের কৈশোর থেকে চাকরিজীবন পর্যন্ত শুনে আসছি বাংলা অনুবাদ বিশ্বকবিতার এই অসামান্য সংকলনটির কথা। ২০০৫ সাল নাগাদ হুবহু প্রতিলিপি করে আমাকে উপহার দিয়েছিল স্নেহভাজন রাজীব চৌধুরী। সেই 'সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত আবার ছাপা হবে দে'জ থেকে। দুই সম্পাদক, শঙ্খ ঘোষ-অলোকরঞ্জন দাসগুপ্তকে রাজি করাতে পেরেছে অপু। বইয়ের বিষয়, বিন্যাস বা উৎকর্ষ নিয়ে কথা বাড়াচ্ছি না। সবাই জানেন । পাণ্ডুলিপির দিক থেকে ভাবলে সেই পুরনো বইটিই নতুন করে ছাপা হবে, একই অবয়বে, এতে আর কতটুকু সমস্যা? মজাটা সেখানেই।

স্যর শুধু প্রুফ দেখতে দিলেন না। বেশ কয়েকটি কবিতার নাম পঙ্ক্তিসংখ্যা আর নামের প্রতিবর্ণীকরণ মূলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে বললেন। গরমিল হলে জানাতে বললেন। আগের সংস্কারণের ত্রুটিবিচ্যুতি কিছু চোখে পড়লে নোট রাকতে বললেন। সবথেকে কঠিন কাজ দিলেন, শেষের 'উৎসনির্দেশ' অংশ পুনর্বার খুঁটিয়ে দেখার। যে পাণ্ডুলিপি নিশ্চল, নির্দিষ্ট তাকেও কীভাবে সচল করে তোলা যায়, এ ছিল তারই প্রশিক্ষণ। ৪০ বছরেরও পরে প্রকাশিত হচ্ছে নতুন সংস্কারণ, ফলে বানানবিধি বা নামের ক্ষেত্রে কতদূর পরিবর্তন করা সংগত, সেসব নিয়ে বিস্তারিত কথাও হল। এই পুরনো আকার, নতুন অবয়বের টানাপোড়েন ছিল সে বই তৈরি করার ক্ষেত্রে। উপভোগ্য অভিজ্ঞতা। রোমাঞ্চ হয়েছিল প্রতি মুহূর্তে, কেননা রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় কিংবা বিনয় মজুমদারের অনুবাদের প্রুফ সংশোদন করছি, কোথাও কে, আমি!

(৫)

পাণ্ডুলিপি অনেকটা ভ্রূণের মতো। তাতে সযত্নে বহন করতে হয়, লালন করতে হয়। গ্রন্থ হল সেই জন্মপরবর্তী শরীর। সন্তান জন্মের সময় আমরা কি ভাবে তার ভবিষ্যৎ কী হবে? দেখেও অনেক সময় দেখি না তার খুঁত কিংবা দুর্বলতা। কুঁড়ি থেকে ফুল হয়ে ওঠার এই প্রক্রিয়াটাই অসম্ভব আনন্দের। ধূসর পাণ্ডুলিপি যখন অনেক বিনিদ্র-রাত্রি পেরিয়ে হয়ে ওঠে রঙিন কেতার।

(সৌজন্যে প্রতিদিন)

শুক্রবার লোকসভা আসনের কংগ্রেস প্রার্থী সুবল ভৌমিক প্রচারে ঝড় তুলেন। ছবি- নিজস্ব।

অভিষেকের স্ত্রীকে শুল্ক দফতরে হাজিরার দেওয়ার নির্দেশ হাইকোর্টের

কলকাতা, ৩ এপ্রিল (হি.স) : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরা নারুলা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শুল্ক দফতরে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আগামী ৮ এপ্রিল রুজিরাকে ডেকে পাঠায় শুল্ক দফতর। ওই সমন চ্যালেঞ্জ করে মঙ্গলবার হাইকোর্টে মামলা করেন অভিষেকের স্ত্রী। রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন শুল্ক আধিকারিকরা। বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের এজলাসে হয় সেই মামলার শুনানি। শুনানি শেষে বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ নেনি, ৮ এপ্রিল শুল্ক দফতরে হাজিরা দিতে হবে রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। কড়া ব্যবস্থা নিতে পারবেন শুল্ক দফতরের আধিকারিকরা।

আজ শুল্ক দফতরের আইনজীবী আদালতে জানান, রুজিরা প্যান কার্ডে একাধিক অসংগতি থাকায় সমন পাঠানো হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপো অভিষেকের স্ত্রী রুজিরা নারুলাকে নোটিশ পাঠিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের বিদেশ সংক্রান্ত বিভাগ। তথ্য গোপন করে প্যান কার্ডের আবেদন করার অভিযোগ উঠেছে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের স্ত্রীর বিরুদ্ধে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী নিজের থাইল্যান্ড পাসপোর্ট প্রত্যাহার করেননি। তাঁর কাছে রয়েছে ওভারসিস সিটিজেন অব ইন্ডিয়া কার্ড। কিন্তু প্যান কার্ডের আবেদনে তা উল্লেখ করেননি বলে অভিযোগ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক নোটিশে জানতে চেয়েছে, প্যান কার্ডের জন্য ৪৯এ ফর্ম পূরণ করেছেন থাইল্যান্ডের নাগরিক রুজিরা নারুলা। কিন্তু ওই ফর্ম ভারতীয় নাগরিকদের জন্য। ৪৯এএ ফর্ম কেন পূরণ করেননি রুজিরা ?

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক নোটিশে বলেছে, ২০১০ সালের ৮ জানুয়ারি থাইল্যান্ডের নাগরিক রুজিরা পিআইও কার্ড নম্বর পি ২৩৪৯৭৯। ওই কার্ডে তাঁর বাবার নাম নিপন নারুলা। পিআইও কার্ড থেকে ওসিআই কার্ডে পরিবর্তনের জন্য আবেদন করেন অভিষেকের স্ত্রী। ২০১৭ সালের ৮ নভেম্বর ওসিআই কার্ড এ২বি৭৯৪৪৮ পান রুজিরা। ২০১৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি অভিষেকের সঙ্গে বিয়ের শংসাপত্র প্রমাণ্য দলিল হিসেবে দিয়েছিলেন রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিয়ের শংসাপত্রে তাঁর বাবার নাম গুরশরণ সিং আহুজা।

কেন মিথ্যা তথ্য ও তথ্য গোপন করেছেন, তা ১৫ দিনের মধ্যে জবাব দিতে হবে বলে নোটিশ দেয় কেন্দ্রীয় স্বরাস্ট্র মন্ত্রক। ওই সময়ের মধ্যে জবাব না এলে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে বলে উল্লেখ রয়েছে চিঠিতে। বিষয়টি নিয়ে অভিষেকের আইনজীবী সঞ্জয় বসু জানান, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নোটিশের জবাব দেবেন অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের স্ত্রী। পরে অবশ্য নোটিশ প্রাপ্তির কথা অস্বীকার করেন সঞ্জয় বসু। অভিযোগ, ব্যাঙ্কক থেকে কলকাতা ফেরার পথে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রীর ব্যাগ থেকে দু"কেজি সোনা উদ্ধার করে শুল্ক দফতর। কলকাতা বিমানবন্দরের কর্মরত শুল্ক দফতরের আধিকারিকদের কাজে বাধা দানেরও অভিযোগ উঠেছে রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে । এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয় রাজ্য-রাজনীতি। সাংবাদিক বৈঠক করে স্ত্রী"র পাশে দাঁড়ান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। থাইল্যান্ডের বাসিন্দা রুজিরা নারুলা পরিচয় গোপন করে ও ভুল তথ্য দিয়ে এদেশের পরিচয়পত্র বানিয়েছেন। এই অভিযোগের ভিত্তিতে ২৯ মার্চ রুজিরাকে শোকজ নোটিশ পাঠান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের উপসচিব মনোজ কুমার ঝা।সাংবাদিক বৈঠকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, ২ গ্রাম সোনাও দেখাতে পারলে রাজনীতি ছেড়ে দেব। সোনা আনা হলে কেন বাজেয়াপ্ত করা হয়নি, সেই প্রশ্নও তোলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, 'সাহস থাকলে, সিসিটিভি ফুটেজ এনে আমাকে দেখান'। তিনি জানান, ১৫ তারিখ রাতে ১২টা ৪০ মিনিটে কলকাতা বিমানবন্দরে অবতরণ করেন তাঁর স্ত্রী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত তিনি ছিলেন বিমানবন্দরে। ওই সময়ের মধ্যেকার ফুটেজ দেখতে চেয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, '২ কেজি কেন, ২ গ্রাম সোনা পাচার করা হচ্ছিল, ফুটেজে দেখাতে পারলে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব।তখনই অভিষেকের স্ত্রীর বিরুদ্ধে এফআইআর করেছিল শুল্ক দফতর। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ভারতীয় শুল্ক আইন ১৯৬২-র ১৮০ ধারায় সমন পাঠানো হয়। সমনের উপর স্থগিতাদেশ করে মামলা করেন রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়। মামলাটি বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের সিঙ্গল বেঞ্চে ওঠে। গতকাল এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সামান্য শুনানির পর সেই মামলার বাকি শুনানি হয়।

রাজস্থানে আরএলপির সঙ্গে জোট করে লড়বে বিজেপি

জয়পুর, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে রাজস্থানে বিজেপির সঙ্গে জোট করে লড়বে রাষ্ট্রীয় লোকতান্ত্রিক পার্টি (আরএলপি)। বৃহস্পতিবার আরএলপি সভাপতি এবং বিধায়ক হনুমান বেনিওয়াল কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা প্রকাশ জাভরেকর, রাজ্য বিজেপি সভাপতি মদনলাল সাইনির উপস্থিতিতে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-তে জোটে যোগ দেয়।

রাজস্থানে ২৫টি লোকসভা আসন রয়েছে। ২৪টি আসনে লড়বে বিজেপি এবং একটি আসন দেওয়া হয়েছে আরএলপিকে। রাজস্থানের নাগাউর লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হবেন হনুমান বেনিওয়াল নিজেই। অন্যদিকে কংগ্রেস জ্যোতি মিরধাকে এই কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করেছে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হনুমান বেনিওয়াল বলেন, পুলওয়ামায় জঙ্গি হামলার পর জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করার তাগিদে এনডিএতে যোগ দিয়েছি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে এই জোট হওয়ার ফলে বারমের, জয়সলমের, এবং রাজাসামুন্দ অঞ্চলে লাভবান হবে বিজেপি। এই জোটের ফলে জাঠ সম্প্রদায়ের ভোটও নিশ্চিত করবে বিজেপি। উল্লেখ্য, রাজস্থানে দুই দফায় ভোট হবে। ২৯ এপ্রিল এবং ৬ মে হবে ভোটগ্রহণ। ২৩ মে হবে ফল ঘোষণা।

১৯ বছর পর সৌমিত্র- অপর্ণা হাজির 'বসু পরিবার'-এর খোঁজে

কলকাতা,৪ এপ্রিল (হি.স.): ১৯ বছর পর একই ফ্রেমে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও অপর্ণা সেনের জুটি উ পরিচালক সুমন ঘোষ পরিচালিত 'বসু পরিবার' ছবির দৌলতেই ফের এক সঙ্গে দেখা যাবে সৌমিত্র- অপর্ণার জুটিকে উ শুক্রবার সিনেমা হলে মুক্তি পাবে 'বসু পরিবার'উ

২০০০ সালে, অপর্ণা সেন পরিচালিত 'পারমিতার একদিন'-এর পর ১৯ বছর পর ফের একই ফ্রেমে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও অপর্ণা সেন উ পরিচালক সুমনের 'বসু পরিবার'-এর কত্তা-গিন্নি সাজছেন

ভারতী ঘোষের প্রচার বন্ধ করতে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি.স) : ভারতী ঘোষের প্রচার বন্ধ করতে সুপ্রিম কোর্টে গেল রাজ্য সরকার। ভোটের আগে প্রচারের কাজে যাতে ঘাটালে না যেতে পারেন ভারতী ঘোষ, সে আবেদনই এবার সুপ্রিম কোর্টে করল রাজ্য সরকার। পুরনো মামলায় তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করতে পারেন ঘাটালের বিজেপি প্রার্থী। তাই ভারতী ঘোষ যাতে পশ্চিম মেদিনীপুরে যেতে না পারেন, সে আর্জিই রেখেছে রাজ্য সরকার।

প্রাক্তন আইপিএস অফিসার,তথা বর্তমানে বিজেপি নেতা ভারতী ঘোষ ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েছেন। পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রে লাগাতার প্রচার চালাচ্ছেন ভারতী ঘোষ। তৃণমূলের অভিনেতা প্রার্থী দেবের বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছেন তিনি। আর সেই কেন্দ্রে ভারতী ঘোষের ঢোকার উপর নিষেধাজ্ঞা চায় রাজ্য সরকার। আর এই মর্মেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার।

এর আগে ভারতী ঘোষের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া ৭টি মামলার জন্য তাঁকে গ্রেফতার করা যাবে না বলে নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। তারপর বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর তাঁর ওপর তিনটি মামলায় গ্রেফতারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। ভারতী ঘোষ গা ঢাকা দেওয়ার পর থেকে তাঁর বিরুদ্ধে ১০টি মামলা রুজু করেছে রাজ্য সরকার।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতী ঘোষকে গ্রেফতারের জন্য রাজ্য সরকারের আবেদন খারিজ করে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত তখন জানিয়ে দেয়, আগামী তিন সপ্তাহ গ্রেফতার করা যাবে না প্রাক্তন এই আইপিএসকে। তিন সপ্তাহ পরই এই মামলা সংক্রান্ত পরবর্তী শুনানি হবে সুপ্রিম কোর্টে। তার আগে পর্যন্ত গ্রেফতার করা যাবে না তাঁকে। কিন্তু বৃহস্পতিবার ভারতী ঘোষকে প্যাঁচে ফেলতে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে রাজ্য সরকার। ঘাটাল সহ পশ্চিম মেদিনীপুরে যাতে ভারতী ঘোষ প্রবেশ করতে না পারেন সেই আবেদন জানানো হয় রাজ্যের তরফে। আগামীকাল শুক্রবার এই মামলায় পরবর্তী শুনানি। এদিকে, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ৬ সপ্তাহ বাঁকুড়ায় প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে আরেক বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁর।

টানা পাঁচ দিন, অন্ধকারে বৃহত্তর পাথারকান্দি, পানীয় জলের সংকট, ব্যাহত মোবাইল-ইন্টারনেট পরিষেবা

পাথারকান্দি (অসম), ৪ এপ্রিল (হি.স.) : রবিবার সন্ধ্যায় ঝড়-তুফান ও বৃষ্টিপাতের সময় সেই যে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়েছে, আজ বৃহস্পতিবার এই খবর লেখা পর্যন্ত ঘুঁট ঘুঁটে অন্ধকারাচ্ছন্ন পাথারকান্দি মহকুমা। এতে সাধারণ জনজীবন ব্যাহত হয়ে পড়েছে। বিদ্যুতের অবর্তমানে এলাকার সবকটি মোবাইল টাওয়ারও নিয়মিত পরিষেবা প্রধানে ব্যর্থ। নিয়ম মোতাবেক প্রতিটি মোবাইল টাওয়ার চালু রাখার জন্য জেনারেটরের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু একাংশ কর্তব্যরত কর্মীরা জেনারেটরের জ্বালানি চোরাপথে বিক্রি করে সমস্যা আরও বাড়িয়ে তুলেছেন। গত এই কয়েকদিন ধরে জিও, এয়ারটেল, ভোডাফোন ইত্যাদি পরিষেবা মাঝে-মধ্যে তাদের টাওয়ার চালু রাখতে সক্ষম হলেও ভারত সরকারের অধীনস্থ বিএসএনএল পরিষেবা মুখ থুবড়ে পড়েছে। মোবাইল হ্যান্ডসেট চার্জে যেমন বিড়ম্বনার সৃষ্টি হচ্ছে, তেমনি ইন্টারনেট পরিষেবাও সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। যাদের বাড়িতে ইনভার্টার রয়েছে, তাঁরাও তাতে চার্জ দিতে পারছেন না। কেবল মোবাইল বা ইন্টারনেটই নয়, বিদ্যুতের অভাবে সংশ্লিষ্ট উৎস থেকে পানীয় জল উত্তোলন কিংবা তা সরবরাহ করতে পারছে না জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ। ফলে বৃহত্তর এলাকায় তীব্র পরিস্রুত পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের মরশুম। বিরোধীরা এই বিষয়টিকে হাতিয়ার করে ক্ষমতাসীন বিজেপিকে বিঁধতে শুরু করে দিয়েছেন। বিরোধীদের বক্তব্য, পাথারকান্দির মানুষ অপরিশোধিত নোংরা জল পান করছেন। এতে এলাকায় নানা ধরনের জলবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটতে পারে। এছাড়া এলাকার বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নানা কাজকর্মও লাটে ওঠার উপক্রম দেখা দিয়েছে। বিদ্যুতহীনতার কবলে পড়েছেন সংবাদকর্মীরাও। নিয়মিত তাঁরা সংবাদ পাঠাতে পারছেন না সংশ্লিষ্ট দফতরে। কারোর সঙ্গে কোনও যোগাযোগই রাখতে পারছেন না সাংবাদিকরা। এদিকে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি কবে স্বাভাবিক হবে তার নিশ্চিত কোনও তথ্য দিতে পারছেন না সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিক কিংবা কর্মচারীরা।

শুক্রবার আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এসএফআই লিফলেট বিতরণ করেন। ছবি- নিজস্ব।

প্রতিবন্ধী ভোটারদের ভোট নিশ্চিত করতে হিমশিম দফতর

মেদিনীপুর, ৪ এপ্রিল (হি. স.) : অন্যান্য নির্বাচনের সময় তৎপরতা ছিল, কিন্তু প্রতিবন্ধী ভোটারদের নিয়ে এইবারের মতো এতোখানি ছিল না বলেই ভোট কর্মীরা মনে করছেন। বিভিন্ন জেলায় প্রতিবন্ধী ভোটাররা যাতে সহজে নিজের ভোট দিতে পারেন তার জন্য নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে একাধিক নতুন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে। কয়েক মাস আগে থেকেই প্রতিবন্ধী ভোটারের সংখ্যা নিশ্চিত করে কোন কোন পদ্ধতি তাদের জন্য গ্রহণ করা যেতে পারে তা নিয়ে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সেই পদক্ষেপগুলি ফলপ্রসূ করতে গিয়ে রীতিমতো হিমশিম নির্বাচনী আধিকারিকরা। সেগুলির শেষ মুহূর্তে খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার পশ্চিম মেদিনীপুরের সার্কিট হাউসে একটি রিভিউ বৈঠকও হয়ে গেল আধিকারিকদের।

কি কি পদক্ষেপ ? পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা নির্বাচন আধিকারিক তথা জেলাশাসক জানিয়েছেন-প্রথমত জেলাতে প্রতিবন্ধীদের বিশেষ সম্মান দিয়ে ১৫টা বুথ হবে জেলার বিভিন্নস্থানে ,যেখানে প্রতিবন্ধী সমস্ত ভোট কর্মীরা ভোট গ্রহন করবেন। এই সমস্ত প্রতিবন্ধী ভোট কর্মীদের প্রশিক্ষণ ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে। এরপর জেলা জুড়ে প্রতিবন্ধী ভোটারদের সুষ্ঠুভাবে ভোট কেন্দ্রে নিয়ে আসা এবং ভোট দেওয়ার পর পৌঁছে দেওয়ার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলাতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ,বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম ,পূর্ব মেদিনীপুর- এই পাঁচটি জেলাকে নিয়ে একজন অ্যাক্সেসিবিলিটি অবজারভার নিয়োগ করা হয়েছে শুধুমাত্র প্রতিবন্ধীদের ভোট গ্রহণ করার ব্যবস্থাপনার নজরদারিতে। সঞ্জয় থাড়ে নামে একজন অবজারভার নিযুক্ত হয়েছেন। প্রতিটি জেলাতে কতজন প্রতিবন্ধী এবং তাদের জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়। তা খতিয়ে দেখতে সঞ্জয়বাবু রিভিউ মিটিং শুরু করে দিয়েছেন।বৃহস্পতিবার পশ্চিম মেদিনীপুরের মেদিনীপুর সার্কিট হাউসে এই রিভিউ বৈঠক হয় জেলাশাসক সহ জেলার নির্বাচনী আধিকারিকদের নিয়ে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা তে ৩০ হাজারেরও বেশি প্রতিবন্ধী ভোটার চিহ্নিত করা হয়েছে।

সঞ্জয় বাবু এদিন বৈঠকের পর বলেন- "প্রতিবন্ধী ভোটারের ভোট সুনিশ্চিত করতে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা দেখতেই এই বৈঠক ছিল। বেশিরভাগ ভোটারদের জন্য হুইল চেয়ারের প্রয়োজন। সেই সঙ্গে যারা দেখতে পায় না তাদের ব্রেইল লিপির ভোটার স্লিপ ও অন্যান্য ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। পাঁচ জেলাতেই এই প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে অনেকটাই হয়ে গিয়েছে।"এদিন বৈঠক শেষে এদিন প্রতিবন্ধী ভোটারদের নিশ্চিত ভোট আস্বাস দিতে একটি ট্যাবলোও উদ্বোধন করা হয়েছে । জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর এই তিরিশহাজার প্রতিবন্ধী ভোটারের জন্য প্রচুর পরিমাণে হুইল চেয়ার প্রয়োজন হবে। এই এত বিশাল পরিমাণ হুইলচেয়ার কোথা থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব হবে তা নিয়ে চিন্তায় পড়েছেন জেলাশাসক। জেলার সমস্ত বিডিওকে নার্সিংহোম ও ব্লক অফিস গুলিতে খতিয়ে দেখে হিসেব দিতে বলা হয়েছে । দেখা হচ্ছে কোথায় কতগুলি হুইল চেয়ার পাওয়া সম্ভব হবে।হুইল চেয়ার খোঁজার তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তরও।

যোধপুর পার্কে বৃদ্ধার অস্বাভাবিক মৃত্যু, খুন বলেই প্রাথমিক অনুমান পুলিশের

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি.স) : যোধপুর পার্কে এক বৃদ্ধার অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছেউ মৃতার নাম শ্যামলী ঘোষ উ গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় মৃতাকে উদ্ধার করে পুলিশউ বৃদ্ধার আবাসনেই তাঁকে খুন করা হয়েছে বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমানউ আবাসনে বৃদ্ধার অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবর পেয়ে লেক থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় ।

বৃহস্পতিবার স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, যোধপুর পার্কে ১৪১ নম্বর আবাসনে একাই থাকতেন ওই বৃদ্ধা উ অনেক দিন ধরেই তাকে বাইরে দেখতে পাচ্ছিলেন না তারা উ এদিন দুপুরে ওই ফ্ল্যাটের থেকে দুর্গন্ধ বেরোতে থাকে উ তখন প্রতিবেশীরাই প্রথম খবর দেন ওই বৃদ্ধার আত্মীয়দের উ পরে খবর দেওয়া হয় পুলিশে ।

ওই বৃদ্ধাকে এদিন তার ফ্ল্যাট থেকে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ উ তার ফ্ল্যাটের মধ্যে তাকে ছয়ের পাতায়

দলবদলের পালা অব্যাহত, বিজেপি-তে যোগ দিলেন প্রবীণ নিশাদ ও আনন্দ ভাস্কর

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনের খুব বেশি দিন আর বাকি নেইউ সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন শুরু হওয়ার মাত্র ছ'দিন আগেও দলবদলের পালা অব্যাহতউ বৃহস্পতিবার ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-তে যোগ দিলেন নিশাদ পার্টি-র নেতা তথা গোরক্ষপুরের (উত্তর প্রদেশ) সাংসদ প্রবীণ নিশাদউ প্রবীণ নিশাদ ছাড়াও এদিনই ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-তে যোগ দিয়েছেন রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ আনন্দ ভাস্কর রাপৌলুউ দিল্লির দীনদয়াল উপাধ্যায় মার্গ-এ অবস্থিত ভারতীয় জনতা পার্টি-র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জয়প্রকাশ নাড্ডার উপস্থিতিতে ভারতীয় জনতা পার্টি-তে যোগ দিয়েছেন গোরক্ষপুরের সাংসদ প্রবীণ নিশাদ এবং রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ আনন্দ ভাস্কর রাপৌলু।

এদিন গেরুয়া শিবিরে যোগদান করার পরই গোরক্ষপুরের সাংসদ তথা নিশাদ পার্টির নেতা প্রবীণ নিশাদ জানিয়েছেন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে উত্তর প্রদেশে ভারতীয় জনতা পার্টি-কে পূর্ণ সমর্থন করবে নিশাদ পার্টিউ প্রসঙ্গত, আগামী ১১ এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে দিল্লি দখলের লড়াইউ অন্তিম দফার ভোটগ্রহণ ১৯ মেউ ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হবে ২৩ মে।

শুক্রবার রাজধানীতে নুরগেন হসপিটাল এন্ড ইনস্টিউট এর কর্মকর্তারা এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ডায়েটের কিছু টিপস

প্রথমে জেনে নিন আপনার বাড়তি ওজনের জন্য হাই ব্লাডসুগার থাইরয়েড বা পিট্যুইটারী গ্রন্থির সমস্যা, ইনসুলিনে মাত্রাধিক্য, হার্ট কিডনি বা লিভারের গোলযোগের ফলে শরীরে জল সমতে থাকা অথবা পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম দায়ী নয়তো? এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরীক্ষানিরীক্ষার জন্যে আপনার ডাক্তারবাবুই আপনাকে সাহায্য করবেন। যদি সব ঠিকঠাক থেকে থাকে তবে ওজন বাড়ার কারণ হতে পারে অলসতা দীর্ঘ ঘুমোনোর অভ্যাস, সারাদিন শুয়ে বসে কাটানো, ব্যায়ামের অভাব ভুলভাল খাওয়াদাওয়া অতিরিক্ত ক্যালোরী, ফ্যাট এবং চিনিযুক্ত খাবার খাওয়া ইত্যাদি।

এবার দেখুন আপনার ওজন ঠিক কতটা বেশি আর ঠিক কতদিনে আপনি ফিরে পেতে চান আপনার আইডিয়াল বডি ওয়েট। ছোট্ট একটা অঙ্ক এক্ষেত্রে হয়ে উঠতে পারে আপনার প্ল্যানিং গাইড। বডিমাস ইনডেক্স দেবের ওজন । অর্থাৎ দেহের ওজনকে দেহের উচ্চতা দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল যদি ১৮-২৫ এর মধ্যে থাকে তবে আপনি ভাগ্যবান। আর যদি তা ২৫-এর চেয়ে বেশি হয় তাহলে আর দেরি না করে আজ থেকেই প্রপার ডায়েট ও এক্সারসাইজের মতো আদি অকৃত্রিম পথে ওজন কমানোর সার্থক প্রয়াস শুরু হোক। লাগাতার ডায়েটিং এ চলথাকলে অনেকেই বোর হয়ে মাঝপথে ছেড়ে দেন অথবা দীর্ঘদিন চালানোর মতো মানসিক জোর যাদের থাকে না তাদের জন্য একমাসে ৫-৭ কেজি ওজন কমানোর কিছু হট টিপস রইল

স্লিমিং এর হট টিপস

ওজন নিন, ডায়েট শুরুর ঠিক আগে সকালেবেলা খালিপেটে। কাচা নুন সম্পূর্ণ বাদ রান্নায় মাত্র ১ চা চামচ নুন সারাদিনে ব্যবহার্য। কোনও বায়বীয় পানীয় নয় এমনকী চলবে না কোনও ডায়েট ভার্সানও। চিনি গুর, মধু ফলের রস বাদ। চলবে না শুকনো ফল প্রসেসড ও প্রিজারভেটিভস দেয়া খাবার। রেস্ট্রিক্ট করুণ চাল ময়দা সুজি কর্নফ্লাওয়ার চাউমিন, পাস্তার মতো হাইকার্বোহাইড্রেট খাবার। আলু, মিষ্টি আলু, কচু ও ল বিট ইত্যাদি বাদ দিন।

কুকিস পিজা, হটডগ ইত্যাদি এড়িয়ে চলুন এই এইমাসের মধ্যে এড়িয়ে চলুন বিয়ে বাড়ি বা নেমন্তন্নের প্রলোভন। সঙ্গে চাই দিনে আধঘন্টা অন্তত অ্যারোকিক এক্সারসাইজ অথবা ২০ মিনিট যোগাসন। জানেন কি দিনে মাত্র ৫০০ বার স্কিপিং করতে পারলেও

এক্সারসাইজের কারণে মাসে ১-৫-২ কেজি ওজন কমাতে পারে। বয়স্ক মানুষজন, অথবা যাদের হার্টের সমস্যা আছে তারা সকালবিকাল অন্তত আধঘন্টা করে হাঁটুন। যাদের আর্থ্রাটাইটিসের সমস্যা আছে তারা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী নন ওয়েট বিয়ারিং এক্সারসাইজ ট্রাই করতে পারেন। দিনে তিনটি মিলের বদলে পাচটি ছোট মিল ওজন কমাতে হেল্পফুল। প্রতিটি মিলের আগে এক গ্লাস জল খেয়ে নিলে চোখের খিদের অনেকটাই বশে আনা যায়। রান্নায় তেল মাত্র দু চা চামচ/ দিন। ওজন নিন একমাস বাদে আবার । নিশ্চয়ই সাফল্য পাবেন। আর সেই সাফল্যকে ধরে রাখার জন্য মেনটেন্যান্স ডায়েট জরুরি।

একমাসের উইকলি ডায়েট প্ল্যানের একটা নমুনাঃ

সকাল ৭.৩০ঃ মেথি ভেজানোর জল ২ গ্লাস গোলমরিচ ২ চিবিয়ে খেতে হবে। সকাল ৯.০০ ব্রাউন ব্রেড টোস্ট-১। ডাবল টোনড দুধের দই ১ কাপ। স্যালাড। সকাল ১১.৩০ পেয়ারা পাকা পেপে কমলালেবু নাশপাতি, জাম জামরুল ১৫০ গ্রাম। বেলা ১.৩০ ২ গ্লাস জল পাতিলেবুর রস সহ। ১ প্লেট স্যালাড। ভুসিসহ আটার রুটি ১ টা ডাল ১ বাটি মাছ ১ পিস। বিকেল- ৫.০০ ডাবল টোনড দুধ ১ কাপ/ চা ১ কাপ। মারি বিস্কুট ২ বা শুকনো ছোলাভাজা ২ চা চামচ বা পপকর্ন ১ কাপ। সন্ধ্যা ৭.০০ ডাবল টোনড দুধের ঘোল ছানার জল ১ গ্লাস। রাত ৯.৩০ ভুসিওলা আটার রুটি ২। পাচমেশালি সবজি আপেল। ওয়েট মেইনটেন্যান্স টিপসঃ

বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে খেতেই হলে পোরশান সাইজের ওপর কড়া নজর দিন। চাইনিজ রেস্তোরায় ঢুকলে নুডলস এর বদলে রাইস মাঞ্চুরিয়ানের বদলে স্টার ফ্র্যায়েড ভেজিটেবল ট্রাই করুণ। ফ্র্যায়েড স্টার্টার অ্যাভয়েড করতে হবে থিক স্যুপের বদলে ক্লিয়ার স্যুপগ ভালো। স্ন্যাকস হিসেবে তাজা ফলের বিকল্প নেই। ইন্ডিয়ান খাবার অর্ডার করলে বাটার না ন বা পরোটার বদলে তন্দুরি চাপাটি নিন এবং গ্রেভি বাদ দিন। ব্রেকফাস্টে থাকুক হোল সিরিয়্যাল, ফ্যাট ফ্রি দুধ এবং ডিমের সাদা অংশ। লাঞ্চে তাকুক বিনস ডাল রাইস সবজি চাপাটি মাছ। ডিনারে বাদ দিন রাইস প্রোডাক্ট। প্রথম প্রথম ডায়েট ফলো করা অসুবিধে হলেও প্রথম তিন চার দিন অনুসরণের পর থেকেই ব্যাপারটা বেশ সহজ হয়ে যায়। ডায়েট মেইনটেন্যান্স এর সময় সপ্তাহে একদিন রাখুন হলিডে।

সাংসারিক শান্তিতে গাছের অবদান

সাংসারিক জীবনের শান্তি অশান্তি, সুখ দুঃখের সঙ্গে গাছগাছালিরা যে কীভাবে জড়িয়ে আছে তা আমাদের অনেকেরই ধারণায় আসবে না। এমন বেশ কিছু ফলফুলের গাছ আছে যে গুলি বাড়িতে থাকলে অজ্ঞাতেই কোনও না কোনও ভাবে শান্তি বা অশান্তির কারণ হয়ে ওঠে।

প্রথমে নিম গাছের কথাই বলি। বাড়িতে নিম গাছ থাকলে রোগভোগ আর অশান্তি একটা লেগেই থাকে। আর গাছ কাটলে তো কথাই নেই। রক্তের সম্পর্কে কারও না কারও মৃত্যু যেন দস্তুর। সেটা বছরখানেকও যেতে দেয় না। আমার বড়দার জমিতে একটা বড় নিম গাছ ছিল গাছটা কাটার মাস ছয়েকের মধ্যে দাদার ২৬ বছরের মেয়েটার অকালমৃত্যু হল। বেল আর নারকেল গাছকে শিবের প্রতিরূপ মনে করা হয়। এই গাছ বাড়িতে থাকলে অন্যান্য কোনও অশান্তি থাকলেও অর্থ, অন্ন ও বস্ত্র কষ্ট নেমে আসে না জীবনে। কেটে ফেললে বিপদ আছে। হয় সংসার ভাঙবে, নইলে দারিদ্র গ্রাস করবে। দারিদ্র ও সংসার ঠিক থাকলে পরিবারের কারও মৃত্যু শোকাহত করে। এগুলো ঘটতে দেখেছি বছরখানেকও সময় লাগে না। আমার বড় দিদির বাড়ি দুটো বেল গাছ ছিল বাড়ি করার সময় কাটা হল। ধনে জনে লক্ষ্মীলাভ করা সংসার অশান্তি ও অভাবের মেঘে ঢেকে গেল। দিদির বাড়ির পাশের বাড়িতে বড় একটা বেল গাছ ছিল। তারা কাটল। জমির মালিক নতুন বাড়ি করে ভোগ করতে পারল না। বিক্রি করল। বউটা পাগল হল। সংসার ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। এমটা দেখেছি ুপারি ও নারকেল গাছ কাটাতে হয়েছে। এমন অসংখ্য ঘটনা আমার জানা আছে। বলে শেষ করা যাবে না। এবার নিষ্ফলা গাছের কথা। অনেক সময় দেখা যায়, বাড়িতে পোঁতা কোনও আম, নারকেল, পেঁপে, তাল ইত্যাদি গাছ বড় হচ্ছে অথচ ফল হচ্ছে না। এসব গাছ পারিবারিক জীবনে যে কোনও ভাবে অশান্তি ডেকে আনে। অনেক ক্ষেত্রে কুমারী মেয়েদের বিবাহ, বিবাহিতার সন্তান, গৃহকর্তার প্রত্যাশিত উন্নতি ও অর্থগামের প্রতিবন্ধক হয়।

বহু ফল ধরে এমন সুমিষ্ট ফলের গাছ সুখসমৃদ্ধির কারণ। যেমন আম, কালো জাম, জামরুল গোলাপজাম, লিচু, পেয়ারা, ফলসা, আঁশফল, নারকেল প্রভৃতি । লতানো গাছের মধ্যে লাউ, কুমড়ো ও ঘি কাঁকরোল উল্লেখযোগ্য। বাড়িতে চাঁপা, পদ্মা, অপরাজিতা, বকুল, মল্লিকা, সজনে, সুপারি, দেবদারু, নারকেল, বেল, জাম, লেবু, কমলালেম্বু, আমলকী, কাঁঠাল, ডালিম, কলা, কেতকী, স্থলপদ্ম, জয়ন্তী টগর, শ্বেত আকন্দ, আকন্দের গাছ লাগালে দিনে দিনে বাড়ির শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। লক্ষ্মীর অবস্থান স্থায়ী হয়। পুরুষানুক্রমে ধন অর্থ ও সম্পদ নিয়ে মা লক্ষ্মী বসতি করে বাড়িতে। পুত্রপৌত্রাদি বৃদ্ধি হয় বাড়ির দক্ষিণ কিংবা পশ্চিম সীমানায় অথবা উত্তর পূর্ব কোণে সুপারি গাছ থাকলে বা লাগালে। গৃহস্থের বাড়িতে শাল, সুপারি, নাগকেশর, নারকেল, বেল গাছ, অশোক ও তুলসী গাছ থাকা অত্যন্ত মঙ্গলজনক। তবে নারকেল, বেল ও সুপারি গাছ কেটে ফেললে সাংসারিক ও সার্বিক ক্রমাবনতি হয়। বাড়িতে বেল বংশনুক্রমে মা লক্ষ্মী বসতির নির্দেশ করে। উত্তর পশ্চিমে বেল গাছ অত্যন্ত শুভ। বাড়ির আশপাশে নারকেল গাছ থাকা গৃহস্থের পক্ষে অত্যন্ত কল্যাণকর ও মঙ্গলপ্রদ। সংসার ও অন্যান্য সার্বিক অবস্থার ক্রমোত্তর উন্নতি ও সাফল্য আনে গৃহকর্তার। তুলসী গাছ মঙ্গলজনক। লাগাতে হয় বাড়ির উত্তর পূর্বে।

বাড়িতে আম কাঁঠাল লেবু বেল ও কুল গাছে আত্মীয় বন্ধু পুত্রপৌত্রাদি বৃদ্ধি করে। একই সঙ্গে দৈনন্দিন সুখ ও সৌভাগ্য লাভ হয় তবে গাছ গুলি থাকতে হবে বাড়ির সীমানার ডানদিকে। যে কোনও ফলবতী গাছ পূর্বদিকে লাগানো শুভ। । পশ্চিমে আম ও কলা এবং উত্তরে কলাগাছ লাগানো অশুভ।

কালো জাম ও আনারস গাছ আত্মীয় ও বন্ধু বৃদ্ধি করে। বাড়ির পূর্ব অথবা দক্ষিণ সীমানায় থাকলে আত্মীয় কুটুম্ব ও বন্ধু বান্ধব বৃদ্ধি পেতে থাকে। দিনে দিনে।

বাড়ির পূর্বদিকে চাঁপা ফুলের গাছ থাকলে সেই বাড়িতে অর্থ অন্ন ও বস্ত্রের কোনও কষ্ট থাকে না আমৃত্যু । গৃহীর সৌভাগ্য ও মানসিক আনন্দ বৃদ্ধি করে। লক্ষ্মী বাঁধা থাকে পূর্বদিকে চাঁপা ফুলের গাছে। বাড়িতে স্বয়ং নারায়ণের বসতি হয় উত্তর পূর্বে করবী ফুলের গাছ থাকলে।

সবসময় রোগভোগ ও অশান্তি লেগেই থাকে যদি বাড়িতে খেজুর, পলাশ, ডুমুর, কাঞ্চন, মনসা, সপ্তপর্ণী, বয়রা, হরীতকী, ধুতরো এবং যে কোনও ধরনের কাঁটাযুক্ত গাছ থাকে। শুকনো গাছ রোগ, অর্থনষ্ট ও বিঘ্নকারক।

বাড়ির আশপাশে ডুমুর, তেঁতুল বট, শিমূল ও বাঁশ গাছ থাকলে গৃহস্থের উন্নতিতে বিঘন হয়। সংসারে নানা অমঙ্গল এমনকী কারও অকালমৃত্যুও ডেকে আনতে পারে। সব সময়েই পরিবারের কেউ না কেউ শারীরিক কিংবা মানসিক অসুস্থতায় ভুগতে থাকে। সমুলে গাছ গুলির বিনাশই এর প্রতিকার । গাছ গুলিতে পরিবারস্থ লোকের আত্মীয় প্রীতি ও কর্মোন্নতিতেও বাধা হয়। অগ্নিকান্ডের ভয় থকে বাড়ির পূর্বদিকে অশ্বত্থ গাছ থাকলে। পশ্চিমদিকে বট গাছ দীর্ঘস্থায়ী আইন সংক্রান্ত ঝামেলা।

যা খাবেন না গরমে

শুধু মৌসুমের জন্য নয় খাদ্যাভ্যাসর কারণেও গরম বেশি লাগতে পারে।

খাদ্য ও পুষ্টিবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটের প্রতিবেদনে জানানো হয়, কিছু খাবার গ্রীষ্মকালে এড়িয়ে চলা ভালো। তাহলে হয়ত অসহ্যকর গরম কিছুটা হলেও সহনীয় থাকতে পারে।

আমিষ বাদ ঃ মাং, ডিম, চিংড়ি, স্কুইড, কাঁকড়া ইত্যাদি শরীরে তাপ উৎপন্ন করে। তাই গরমে দিনগুলোতে এগুলো না খাওয়াই ভালো। পাশাপাশি ডায়রিয়ার বা পাকস্থলিতে অস্বস্তির কারণও হতে পারে খাবারগুলো।

মসলাদার খাবার বাদ ঃ ঝাল, মাসলাদার, চটপটে খাবার কার না ভলো লাগে। তবে তীব্র গরমে নিজের প্রয়োজনেই সংযম পালন করতে হবে। মরিচ, আদা, গোলমরিচ, জিরা, দারুচিনি ইত্যাদি বিপাকক্রিয়ার গতি বাড়ায়। ফলে স্বাভাবিকভাবে শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে।

ভাজাপোড়া ঃ নাস্তায় পুরি, শিঙাড়া, চিকেন ফ্রাই, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই ইত্যাদি ভাজাপোড়া খাবারের জন্য মনটা আনচান করতে থাকে। তবে এখানেই চাই সংযম। কারণ শরীরের তাপমাত্রা বাড়াতে এবং গ্যাসের সমস্যা সৃষ্টিন্তে খাবারগুলোর খ্যাতি রয়েছে।

তৈলাক্তা খাবার ও জ্যাঙ্ক ফুড ঃ পকেটে পয়সা থাকেল পুরি, শিঙাড়ার আর মন ভরে না। চাই বার্গার, পিৎজা ইত্যাদি বিভিন্ন জ্যাঙ্ক ফুড। এতে হজমের সমস্যা দেখা দেয়, বাড়ায় খাদ্যে বিষক্রিয়ার ঝুঁকিও।

চা-কফি ঃ কাজের প্রয়োজনে কিংবা আড্ডায় বসলে চা-কফির হিসেব থাকলে না অনেকেরই। দুটোই শরীরের তাপমাত্রা বাড়ায়, তাই গরমে সুস্থ থাকতে চা-কফি যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে।

শুকনা ফল ঃ প্রচুর পুষ্টিগুণের পাশাপাশি প্রচুর তাপও থাকে। তাই এগুলোও যতাসম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে। চিজ দেওয়া সস ঃ সকল প্রকার চিজ বা পনির সমৃদ্ধ সস থেকে দূরে থাকতে হবে গরমের দিনগুলোতে।

অ্যালকোহল ঃ ক্যাফেইনের চাইতেও বেশি মাত্রায় শরীর শুষ্ক করে দেয়। এর চেয়ে মজাদার ঠাণ্ডা পানীয় বা শরবত পান করে উৎসব উদ্‌যাপন করুন।

আম ঃ গ্রীষ্মকাল অনেকগুলো প্রিয় ফল নিয়ে আসে। যার মধ্যে সম্ভবত আম সবচাইতে কাঙ্খিত । তবে খাওয়ার সময় পরিমাণের দিকে নজর দিতে হবে। তিন বেলায় কিংবা কয়েক ঘন্টা পর পর একটি করে আম খেলে শরীরের জন্য ভালো। তবে কয়েকটি আম একবারে খেয়ে ফেললে পেট খারাপ হতে পারে। অতিরিক্ত াঅম খেলে শরীরের গরমের কারণে ব্রণ হতে পারে, বিশেষত শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের।

আইসক্রিম ঃ গরমে আইসক্রিম খাবেন না শুনে আক্কেল গুড়ুম। তবে জেনে রাখুন ঠাণ্ডা আইসক্রিম সাময়িক প্রশান্তি দেয় ঠিকই। তবে শডীরের তাপমাত্রা বাড়ায়। এছাড়াও বেশিভাগ আইসক্রিমেই থাকে প্রায় ৫০০ ক্যালরি।

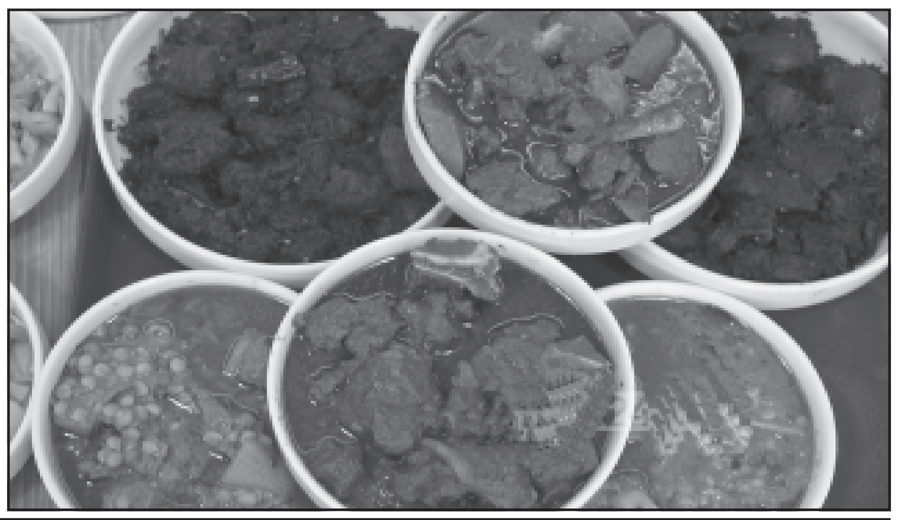

কর্মক্ষেত্রে সহজ কয়েকটি ব্যায়াম

যারা কর্মক্ষেত্রে অনেকক্ষণ ব্যস্ত থাকেন তাদের জন্য রয়েছে সহজ কয়েকটি ব্যায়াম। শরীরচর্চাবিষয়ক একটি ওয়েবসাইট কানাডার একটি গবেষণার বরাত দিয়ে জানায়, এক মিনিট দীর্ঘ এসব শরীরচর্চা প্রায় ৪৫ মিনিট ব্যায়ামের সমতূল্য।

ওয়ার্ম-আপ ঃ শরীরের সব পেশির ব্যায়াম একসঙ্গে করতে চাইলে ওয়ার্ম-আপের জুড়ি নেই। 'স্কোয়াট' বা উঠবস দিয়ে শুরু করতে হবে। এরপর 'পুশ-আপ প্লাঙ্ক' বা বুকডন দেওয়ার মতো করে দুই কনুইতে শরীরের ভর দিয়ে রাখা। এবার পুশ-আপ প্লাঙ্ক দেওয়া অবস্থাতেই ডান পা সামনে এনে ভাঁজ করতে হবে। ক্রমানুসারে তিনবার এই ব্যায়ামগুলো করতে হবে।

স্পট জগিং ঃ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে জগিং করার পুরো শরীর ব্যায়াম। এজন্য সোজা হয়ে দাড়িয়ে দুই হাত বুকের কাছে রেখে একস্থানে দাড়িয়ে লাফাতে হবে। এক মিনিট লাফানোর পর বিশ্রাম নিতে হবে। এভাবে দুইবার করতে হবে।

পাওয়ার প্লাঙ্কস ঃ পুরো শরীরের জন্য একটি সম্পূর্ণ ব্যায়াম এটি। প্রথমেই উঠ-বস, পরে দুতিনটি বুকডন। সবশেষে দুই হাত মাটিতে রেখে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে হবে। পরে দুই পা সোজা রেখে শরীরকে হালকা উপরে ওঠাতে হবে। সবগুলো আসন ২০ থেকে ৩০ সেকেন্ড ধরে রাখতে হবে।

স্ট্রেচিং ঃ পেটের ভরে শুয়ে দুই হাত মাথার উপরে ছড়িয়ে দিতে হবে। এবার দুই হাত ও পা ছড়িয়ে দিয়ে শরীরকে উল্টো ধনুকের মতো করতে হবে। এই অবস্থায় ১০ সেকেন্ড থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় আসতে হবে। এভাবে কয়েকবার ব্যায়ামটি করতে হবে।

বার্পিজ ঃ এক মিনিটেই ব্যায়াম সারতে চাইতে, পাঁচটি 'বার্পি' করে ফেলতে পারেন। প্রথমেই হাঁটু ভাজ করে বসে পড়তে হবে এবং বসা অবস্থা থেকেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াতে হবে। তারপর একই নিয়মে ব্যায়ামটি করতে হবে। বিরতি দিয়ে ব্যায়াম ঃ ১০ মিনিট দৌড়ান, তারপর পাঁচবার সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা। ভোবে পাঁচবার ব্যায়ামটি করতে হবে।

ঘরেই তৈরি করুন চারটি মজাদার রেসিপি

সিচুয়ান শ্রিম্প

উপকরণ ঃ চিংড়ি আধা কেজি। শুকনা মরিচ ৪ টি। কচি পেঁয়াজ ১০ টি। তেল ৪ ভাগের ১ কাপ। টমেটো সস ২ টেবিল-চামচ। অর্ধেক ক্যাপসিকাম টুকরা। সয়াসস দেড় টেবিল চামচ। আদা মিহিকুচি ১ টেবিল চামচ। রসুন কুচি ২ টেবিল-চামচ। চিনি ২ টেবিল চামচ। লবণ স্বাদমতো।

পদ্ধতি ঃ চিংড়ির মাথা বাদ দিয়ে খোসা ছাড়ান। ধুয়ে রাখুন। শুকনা মরিচ লম্বায় ৪ ফালি করুন। পেঁয়াজ নিন। পাতা অল্প লম্বা করে টুকরা করুন। কচি পেঁয়াজ লম্বায় ২ টুকরা করুন। কড়াইয়ে তেল গরম করে চিংড়ি দিয়ে নাড়ুন। চিংড়ি কুঁকড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুকনামরিচ, টমেটো সস, আদা কুচি, রসুন, চিনি ও লবণ দিয়ে নেড়ে এমন আন্দাজে জল দিন যেন ২ মিনিট পরে টেনে যায় আর চিংড়ি মাখা মাখা হয়। সয়াসস, ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ ও পাতা দিয়ে নেড়ে ৩ থেকে ৪ মিনিট রান্না করুন। গরম গরম পরিবেশন করুন।

সহজ রান্না

রাত দিন একরকম স্বাদের রান্না ভালো লাগে না। তাই একটু সময় পেলেই নিজের হাতে ভিন্ন কিছু রান্না করে খান। ব্যাচেলারদের জন্য সহজ ৩ টি বন্ধন পদ্ধতি।

ডাল চিংড়ি

উপকরণ ঃ ছোট চিংড়ি মাছ ১ কাপ। মসুর ডাল আধা কাপ। হলুদ ১ টেবিল চামচ। গরম মসলা ১ চা-চামচ। পেঁয়াজ আধা কাপ। রসুন ১ টেবিল চামচ। মরিচ, তেল ও লবণ পরিমাণ মতো।

পদ্ধতি ঃ হলুদ ও লবণ দিয়ে চিংড়ি মাছ মাখিয়ে রাখুন। মুসুর ডাল ১০-১৫ মিনিট জলে ভেজান। কড়াইয়ে তেল দিয়ে লবণ, রসুন, মরিচ, পেঁয়াজ, গরম মসলা ও চিংড়িগুলো ভাজুন। লাল রঙ হয়ে আসলে জল চিপে ডাল দিন। অল্প জল ও হলুদ দিয়ে নেড়ে ১০-১৫ মিনিট ঢেকে রাখুন। জল কমে গেলে ডাল কষিয়ে নামিয়ে ফেলুন।

জল একটু বেশি রেখে তরল ডালের মতো করেও খেতে পারেন। সালাদ দিয়ে পরিবেশন করুন। খাবারের স্বাদ বাড়াতে সয়া সস, টমেটো সস ও ক্যাপসিকাম ব্যবহার করা যায়।

সবজি ভাত

উপকরণ ঃ বিভিন্ন ধরনের সবজি যেমন— বরবটি, গাজর, পেঁপে, আলু, সিম, ফুলকপি, ইত্যাদি টুকরা। ভাত ইচ্ছেমতো। ডিম ২ টি। কাঁচামরিচ ২-৪টি। পেঁয়াজ আধা কাপ। টমেমোসস ও লবণ স্বাদমতো।

পদ্ধতি ঃ সবজিগুলো কেটে মোটামুটি সিদ্ধ করুন। বেশি সিদ্ধ করবেন না। একটু সিদ্ধ হলেই নামিয়ে নিন। কড়াইয়ে তেল গরম করে ডিম ভেঙে দিন। উপরে একটু লবণ ছিটিয়ে দেবেন। নাড়াচড়া করে ডিম কিমার মতো করে ছোট ছোট করে ফেলুন। একটা বাটিতে আলাদা রেখে দিন। কড়াইয়ে আবার তেল দিয়ে সবজিগুলো ভাজুন। জ্বাল একটু বাড়িয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকুন যাতে রঙ সুন্দর থাকে। ৫ মিনিট নাড়াচাড়া করে ভাত ঢেলে দিন। লবণ, কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ কুঁচি দিয়ে দিয়ে আরও ৫ মিনিট নাড়াচাড়া করুন। এবার ডিমভাজাগুলো দিন। খুন্তি দিয়ে একটু নেড়ে টমেটো সস মেশান। তারপর নামিয়ে আনুন। হয়ে গেল সবজি ভাত।

লাউয়ের কোফতা

উপকরণ ঃ মাঝারি আকারের রুইমাছ। লাউ ছোট ১ টি। হলুদ ১ টেবিল চামচ। পেঁয়াজ কাটা ১ কাপ। কাঁচামরিচ কাটা আধা কাপ।

পদ্ধতি ঃ রুই মাছের মাথা আঁশ ছাড়িয়ে ছোটো টুকরো করে লবণ, হলুদ ও মরিচ দিয়ে মাখিয়ে রাখুন। লাউয়ের খোসা ছাড়িয়ে মাঝারি টুকরা করে ভেজিটেবল কাটার দিয়ে ফালি ফালি করে কেটে পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে নিন। কড়াইয়ে তেল দিয়ে কাটা পেঁয়াজ বাদামি বর্ণ করে ভেজে নিন। এখন ফালি করে কাটা লাউগুলো কড়াইয়ে দিয়ে খানিক সেদ্ধ করে কাঁচামরিচ এবং মসলা মাখানো মাছগুলো দিন। পুরোপুরি সেদ্ধ না হওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত ঢেকে রাখুন। পুরোপুরি সিদ্ধ হলে নামিয়ে ধনেপাতা ছিটিয়ে পরিবেশন করুন। এই রান্নায় রুই মাছ ছাড়াও যে কোনো মাছেণ মাথা ব্যবহার করা হয়।

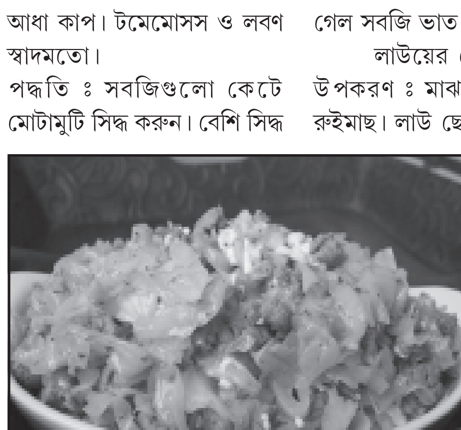

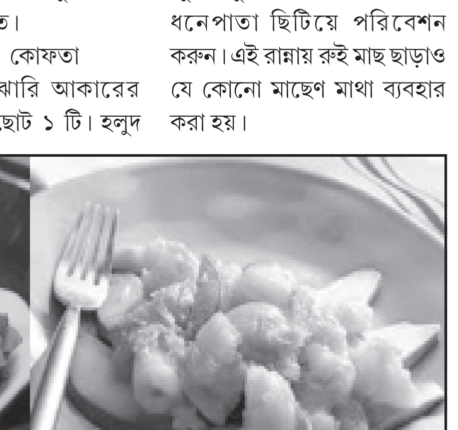

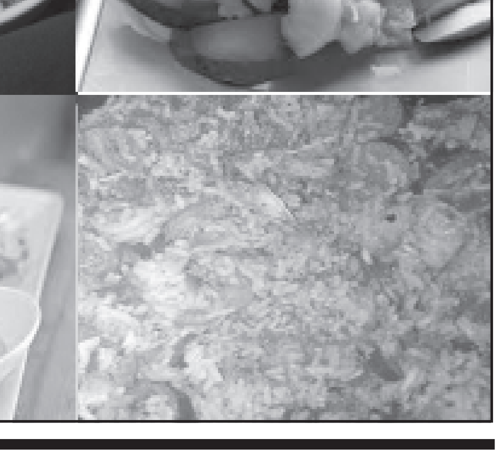

শুক্রবার বিজেপি সদর কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

কলকাতায় বিপুল পরিমান ইয়াবা ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার বাংলাদেশী

কলকাতা, ৪ মার্চ (হি.স.) : কলকাতায় বাজেয়াপ্ত হয় বিপুল পরিমান ইয়াবা ট্যাবলেট ঊ এই ঘটনায় ভারতে অনুপ্রবেশকারী এক বাংলাদেশী নাগরিককে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশ । বুধবার রাতে কলকাতার কলিন লেন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ ঊ ধৃতর নাম তাপস আহমেদ (৩৭)। বৃহস্পতিবার, যুগ্ম নগরপাল(ক্রাইম) প্রবীণ ত্রিপাঠী জানান, ধৃত ব্যক্তি বাংলাদেশের রাজধানী শহর ঢাকার অদূরে হাজারিবাগ এলাকার বাসিন্দা। ওই ব্যক্তি গত কয়েক বছর ধরেই কলকাতার ফ্রি স্কুল স্ট্রিট এলাকায় থাকছিল। কিন্তু তার কাছ থেকে ভারতে বাস করার জন্য প্রয়োজনই কোনও বৈধ নথি বা পাসপোর্ট ছিল না ।

লালবাজারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট ও তার লাগোয়া মারকুইস স্ট্রিট এলাকায় ইয়াবা বিক্রি চলছিল জোর কদমে, গোপন সূত্র মারফত এই খবর পায় কলকাতা পুলিশ ঊ সেই মত বুধবার রাতে মধ্য কলকাতার কলিন লেন এলাকায় অভিযান চালায় কলকাতা পুলিশের একটি দল । রাত ১১টাতে অভিযান শুরু করে তারা ঊ কলিন লেন এলাকায় থেকেই এক সন্দেহ জনক ব্যক্তিকে আটক করে তারা । পরে ভারতের নাগরিক হিসেবে কোনও বৈধ কাগজ দেখাতে না পারলে, তল্লাশি চালায় পুলিশ । এদিন তল্লাশিতে তার কাছ থেকে মেলে ৪০ গ্রাম ওজনের মোট ৪০০টি ইয়াবা ট্যাবলেট ঊ যার ভারতীয় বাজারদর ৮০ হাজার টাকা ঊ সমস্ত ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ ঊ গ্রেফতার করা হয় ওই ব্যক্তিকে । এদিন নবীন ত্রিপাঠি জানান, ধৃত তাপস আহমেদের বিরুদ্ধে পার্ক স্ট্রিট থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মাদক এবং বিদেশি নাগরিক আইনের একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। এদিন ধৃত তাপস আহমেদ জেরে স্বীকার করে, এই ইয়াবা প্রথমে আনা হয়েছিল মায়ানমার থেকে ঊ মায়ানমার থেকে বাংলাদেশের ঢাকা হয়ে তা কলকাতায় আনা হয় । এদিন প্রবীন ত্রিপাঠি আরও জানান, এই ইয়াবা বিক্রি চলছিল ফ্রি স্কুল স্ট্রিট এলাকার হটেল ও লজগুলোতে ঊ ওই সমস্ত হোটেলের ও লজের কর্মীরা এই কারবারের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ইতিমধ্যেই পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করে, হোটেল কর্মীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ ।

আলোচনাই কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে পারে, দাবি আজাদের

জম্মু, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে আলোচনাই একমাত্র পথ। বৃহস্পতিবার এমনই দাবি করলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা গুলাম নবি আজাদ।

এদিন জম্মুতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গুলাম নবি আজাদ বলেন, ক্ষমতা এলে নাগরিক সমাজ থেকে তিনজন পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হবে। এর আগে যে সকল পর্যবেক্ষককে নিয়োগ করা হয়েছিল তাদের রিপোর্টগুলি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হবে। কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের জন্য সব পক্ষের সঙ্গেই আলোচনায় বসতে রাজি কংগ্রেস। কোনও রকমের সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে সবপক্ষেরই বক্তব্য শোনা উচিত। পাশাপাশি কেন্দ্রে ক্ষমতায় এলে জম্মু ও কাশ্মীরে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করবে কংগ্রেস বলে জানিয়েছেন গুলাম নবি আজাদ। ৩৭০ ধারা নিয়ে সম্প্রাতিক সময়ে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে সে প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বর্ষীয়ান এই কংগ্রেস নেতা বলেন, ৩৭০ ধারা কোনও ভাবেই বিলোপ করা হবে না।

আফস্পা আইনের কয়েকটি ধারা শিথিল করা নিয়ে কংগ্রেস নিজেদের ইস্তেহারে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে গুলাম নবি আজাদ বলেন, জম্মু ও কাশ্মীরে আমার্ড ফোর্স (স্পেশ্যাল পাওয়ার) অ্যাক্ট (আফস্পা) এবং ডিস্টাবর্ড এরিয়া অ্যাক্ট (ডিএএ) আইনগুলি পুনর্বিবেচনা করা হবে। নিরাপত্তা বাহিনী এবং জনগণের স্বার্থ রক্ষা করেই পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

আরও ১২জনের প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করল কংগ্রেস, ছিন্দওয়াড়া থেকে লড়ছেন কমল নাথের ছেলে নকুল

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল (হি.স.): আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে লড়তে কংগ্রেস মধ্যপ্রদেশ থেকে ১২জনের প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করেছে। বৃহস্পতিবার প্রকাশ করা কংগ্রেসের এই তালিকায় স্থান পেয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথের ছেলে নকুল নাথ। তিনি ছিন্দওয়াড়া থেকে লড়ছেন । লোকসভা নির্বাচনের জন্য বৃহস্পতিবার ১২জনের প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করল জাতীয় কংগ্রেস ঊ এদিন প্রকাশ করা ১২ টি আসনই সদ্য ক্ষমতায় আসা মধ্যপ্রদেশের ঊ ১২ জনের এই প্রার্থী তালিকায় স্থান পেয়েছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথের ছেলে নকুল নাথ। তিনি লড়ছেন রাজ্যের ছিন্দওয়াড়া কেন্দ্র থেকে। অন্যদিকে, সিদ্ধি থেকে লড়ছেন অজয় সিংহ রাহুল ও খান্ডওয়া থেকে লড়ছেন অরুণ যাদব। এছাড়া সাগর থেকে লড়ছেন প্রভু সিং ঠাকুর, দামোহ থেকে লড়ছেন প্রতাপ সিং লোধি, সাতনা থেকে লড়ছেন রাজা রাম ত্রিপাঠি, রেওয়া থেকে লড়ছেন সিদ্ধার্থ তিওয়ারি, জব্বলপুর থেকে লড়ছেন বিবেক তাংখা, মান্ডলা থেকে লড়ছেন কামাল মারাভি, দেওয়াস-এস টি থেকে লড়ছেন প্রল্লাদ টিপানিয়া, উজ্জয়িনী এস টি থেকে লড়ছেন বাবুলাল মালভিয়া, খরগোন এস টি থেকে লড়ছেন ড: গোবিন্দ মুজালদা। প্রসঙ্গত, মধ্যপ্রদেশে লোকসভা নির্বাচন হবে চার দফায়। ২৯ এপ্রিল থেকে ১৯ মে পর্যন্ত চলবে ওখানকার নির্বাচন পর্ব।

আয়কর দফতরের হানায় তৃণমূল নেতার ছেলে গ্রেফতার, জামিন দিল আদালত

হুগলী, ৪ এপ্রিল (হি.স.): জামিন পেলেন আয়কর দফতর এর হানায় গ্রেফতার তৃণমূল নেতার ছেলে জয় প্রকাশ দাস ঊ গতকাল আচমকাই তৃণমূল নেতার বাড়িতে আয়কর দফতর এর হানায় গ্রেফতার হন তৃণমূল নেতার ছেলে জয় প্রকাশ দাস ঊ বৃহস্পতিবার তাকে শর্ত সাপেক্ষে জামিন দিল আদালত।

গতকাল আচমকাই হুগলী জেলার চুঁচুড়ার মগরায় তৃণমূল ব্লক সভাপতি দিলীপ দাসের বাড়িতে হানা দেয় আয়কর দফতর ঊ তল্লাশি চালিয়ে দুটি বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র ও কোটি টাকারও বেশি নগদ উদ্ধার করে। দিলীপ বাবুর ছেলে পেশায় আইনজীবী এই জয়প্রকাশ দাসকে বেআইনি অস্ত্র ও প্রচুর বেআইনি টাকা মজুত রাখায় গতকালই গ্রেফতার করে চুঁচুড়া থানার পুলিশ। আজ সকালে জয়প্রকাশকে চুঁচুড়া আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে শর্তসাপেক্ষে জামিন দেয়। জামিনের শর্ত গুলি হল কেসের ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত ভারতের বাইরে সে যেতে পারবে না এবং যখনই আয়কর দফটর তাকে এই কেস এর জন্য প্রয়োজন বুঝে ডাকবে, তখনই তাকে আয়কর দফতরে গিয়ে আধিকারিকদের সহযোগিতা করতে হবে। ইন্ডিয়ান পেনাল কোড টুয়েন্টি সেভেন ধারায়, ফায়ার ইউজ করার জন্য আয়কর দফতরের পক্ষ থেকে মামলা গুলি করা হয়। আইনজীবী নির্মাল্য চক্রবর্তী জানান রাজনৈতিক প্রতি হিংসা কারনেই এইভাবে দিলীপবাবুর বাড়িতে আয়কর দফতর হানা দেয়। প্রসঙ্গত বাড়িত আয়কর দফতরের হানার আগেই তৃণমুলের শিক্ষক নেতা দিলীপ দাস ও তার স্ত্রীর বাড়িতে থেকে বেড়িয়ে যায়। অনেক খুঁজেও তাদের হদিস পায়নি আয়কর দফতরের অফিসারেরা। কিন্তু আজ তাঁর ছেলেকে যখন চুঁচুড়া আদালতে তোলা হয় তখন তিনি আদালতে হাজির ছিলেন। ছেলের জামিন পেয়েছে স্বভাবতই খুশিতে তিনি বলেন, ছেলে জামিন পেলো ভালোই লাগলো।

০.২৫ বেস পয়েন্ট রেপো রেট কমাল আরবিআই, সস্তা হতে পারে গাড়ি ও গৃহঋণ

মুম্বই, ৪ এপ্রিল (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে সুখবর দেশবাসীর জন্য। বৃহস্পতিবার মনেটারি পলিসি কমিটি (এমপিসি)-র সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে ০.২৫ বেসিস বেস পয়েন্ট রেপো রেট কমাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)ঊ ০.২৫ বেস পয়েন্ট সুদের হার কমানোর পর ৬.২৫ শতাংশ থেকে কমে রেপো রেট দাঁড়াল ৬ শতাংশেঊ সুদের হার কমানোর ফলে কমতে পারে ইএমআই, সস্তা হতে পারে গাড়ি ও গৃহঋণ।

বৃহস্পতিবার ছিল তিন দিনের এমপিসি-র শেষ বৈঠকঊ রেপো রেট কমানোর পক্ষে মতামত পোষণ করেছেন ছ'জন এমপিসি সদস্যের মধ্যে ৪ জন সদস্য, বিপক্ষে মতামত পোষণ করেছেন দু'জনঊ এরপরই ০.২৫ বেস পয়েন্ট রেপো রেট কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে আরবিআইঊ পাশাপাশি আরবিআই জানিয়েছে, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে জিডিপি লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে ৭.২ শতাংশ, পূর্বে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭.৪ শতাংশঊ আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস জানিয়েছেন, ২০১৯ সালের জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাসে রফতানি বৃদ্ধির হার দুর্বল ছিলঊ যদিও, আমদানি বিশেষ করে নন-অয়েল গোল্ড আমদানির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছিল।

মোদী-মমতার টক্করে দূষণ নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে নমো

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি.স.): মোদী-মমতা কাটায় কাটায় চললেও একটা বিষয়ে মমতাকে পেছনে ফেলে দিল মোদীঊ মমতার ব্রিগেডের দূষণ মাত্রা ছাড়ালেও মোদীর ব্রিগেডে দিনভর সুস্থ বায়ু বুকভরে নিয়েছে শহরবাসী। মোদীর টানে প্রচুর বাস, মানুষ এসেছিল বিভিন্ন জেলা থেকেঊ কিন্তু তা সত্ত্বেও দূষণের মাত্রা বাড়তে পারেনি ঊ এমনটাই জানাচ্ছে রাজ্য পলিউশন কন্টোল বোর্ডের তথ্য ।

চলতি বছরের গোড়ার দিকে ১৯ জানুয়ারি একঝাঁক জাতীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের নিয়ে ছিল মুখ্যমন্ত্রীর ব্রিগেড 'ইউনাইটেড ইন্ডিয়া'। সেই সময় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে রাজ্য পলিউশন কন্টোল বোর্ডের দূষণমাপক যন্ত্রে দূষণের মাত্রা ছিল ৩৭২ঊ যা রাজ্য পলিউশন কন্টোল বোর্ড অনুযায়ী মারাত্মক ক্ষতিকর। যাদের শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়ায় সমস্যা রয়েছে তাঁদের জন্য সবথেকে খারাপ। সর্বোচ্চ দূষণমাত্রা ছিল ৪৮৯, যা যে কোনও সাধারণ মানুষের জন্যই মারাত্মক ক্ষতিকর। ৪৮৯ মাত্রার বিষবায়ু রাত পর্যন্ত উপস্থিত ছিল। বাতাসে মিশে গিয়েছিল বিষঊ

অন্যদিকে, গতকাল মোদীর ব্রিগেডের দিন দূষণ ছিল গড় ৬৪। এমনকি ৭০-এর গন্ডিও ছুঁতে পারেনি এই দূষণঊসারাদিন বিশুদ্ধ বাতাসে ভরা ছিল ওই একই অঞ্চলের বায়ু। এই তাজ্জব বিষয় নিয়ে উঠছে প্রশ্নঊ আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আবহবিদরা জানাচ্ছেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে সময় সভা করেছিলেন সেই সময় পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাব ছিল শহরের উপর। আকাশ মেঘে ঢাকা ছিল। সঙ্গে অন্য জেলার প্রচুর পরিমাণ গাড়ি রাজ্যে এসেছিল। কিন্তু মোদীর সভায় দিনভর রৌদ্রজ্জ্বল ছিল আকাশ। সেক্ষেত্রে এই এত গাড়ির ধোঁয়া বাতাসের উপর প্রভাব ফেলতে পারেনি।"

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা অবশ্য মনে করছেন, "প্রধানমন্ত্রীর ব্রিগেড সভায় অন্য জেলার গাড়ি এলেও তা মমতার সভার তুলনায় ধারে কাছে আসবে না। এমনকি প্রচুর বিজেপি কর্মী সমর্থক এলেও সেই সংখ্যা বামেদের ব্রিগেড সভারও জনসমুদ্রকেও স্পর্শ করতে পারেনি।"

'পিএম নরেন্দ্র মোদী' ছবির মুক্তি নিয়ে ধোঁয়ায়, ৮ এপ্রিল পরবর্তী শুনানি সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল (হি.স.): 'পিএম নরেন্দ্র মোদী' ছবির মুক্তি নিয়ে ধোঁয়াশা আর কাটছেই নাঊ ৫ এপ্রিল মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল 'পি এম নরেন্দ্র মোদী' ছবিরঊ কিন্তু, 'পিএম নরেন্দ্র মোদী' ছবির মুক্তি পিছিয়ে দেওয়ার প্রেক্ষিতে নতুন করে আবেদন গৃহীত হল সুপ্রিম কোর্টঊ বৃহস্পতিবার বিশিষ্ট আইনজীবী তথা কংগ্রেস নেতা অভিষেক মনু সিংঘির আবেদনের প্রেক্ষিতে নতুন করে আবেদন গৃহীত হয়েছে সর্বোচ্চ আদালতেঊ আর তাই আরও বেশ কয়েকদিন পিছোল 'পিএম নরেন্দ্র মোদী' ছবির মুক্তিঊ আগামী ৮ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টে পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছেঊ সবমিলিয়ে 'পিএম নরেন্দ্র মোদী' ছবির মুক্তির তারিখ নিয়ে বৃহস্পতিবারও ধোঁয়াশা কাটল না। ৫ এপ্রিল মুক্তি পাওয়ার কথা 'পিএম নরেন্দ্র মোদী' ছবিরঊ কিন্তু, লোকসভা নির্বাচনের আবহে এই ছবির মুক্তির বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন বিশিষ্ট আইনজীবী তথা কংগ্রেস নেতা অভিষেক মনু সিংঘিঊ বৃহস্পতিবার সকালে শীর্ষ আদালতের বিচারপতি এস এ বোবদের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে এই মামলার জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন জানান অভিষেক মনু সিংঘিঊ এরপরই পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে আগামী ৮ এপ্রিলঊ আপাতত আগামী ৮ এপ্রিল পর্যন্ত ঝুলেই রয়েছে 'পিএম নরেন্দ্র মোদী' ছবির মুক্তি।

সিওয়ানে প্রাক্তন জেডি (ইউ) নেতার অপহৃত ছেলের দেহ উদ্ধার গ্রেফতার ৪ জন অভিযুক্ত

সিওয়ান (বিহার), ৪ এপ্রিল (হি.স.): অপহরণের বেশ কয়েক ঘন্টা পর বিহারের সিওয়ান জেলায় রহস্যজনকভাবে উদ্ধার হল প্রাক্তন জনতা দল ইউনাইটেড (জেডিইউ)-এর নেতা প্রয়াত সুরেন্দ্র প্যাটেলের ছেলের দেহঊ বৃহস্পতিবার সকালে সিওয়ান জেলার মুফস্সিল থানা এলাকায় রহস্যজনকভাবে উদ্ধার হয় সুরেন্দ্র প্যাটেলের ছেলে রাহুল কুমারের মৃতদেহঊ বুধবার সন্ধ্যায় সিওয়ান জেলার মহাদেব ওপি থানার অন্তর্গত চকরী মোড় থেকে রাহুলকে অপহরণ করা হয়ঊ এরপর বৃহস্পতিবার সকালে রাহুলের মৃতদেহ উদ্ধার হয়ঊ এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৪ জন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশঊ সিওয়ান-এর এএসপি কে কে মিশ্র জানিয়েছেন, প্রাক্তন জেডি (ইউ) নেতার ছেলের দেহ উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছেঊ ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

সিওয়ান-এর কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র রাহুল কুমারকে বুধবার সন্ধ্যায় অপহরণ করা হয়। গ্রাম থেকে শহরে বেড়াতে আসা রাহুলের জেঠু নাগেন্দ্র প্যাটেল যখন জানতে পারেন, রাহুল বাড়িতে নেই তখন থেকেই খোঁজাখুঁজি শুরু করেন তাঁরাঊ এরইমাঝে রাত ৮.১০ মিনিট নাগাদ অপহরণকারীরা রাহুলের তুতো ভাই রাজীব রঞ্জনের মোবাইলে ফোন করে ৫০ লক্ষ টাকা দাবি করেঊ এরপরই পুলিশে খবর দেন রাহুলের পরিবারের সদস্যরাঊ অপহৃত রাহুলকে কিভাবে খুঁজে বের করা সম্ভব, তা পর্যালোচনা করতে অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন পুলিশ ইন্সপেক্টর নবীন চন্দ্র ঝাঊ প্রাথমিক তদন্তের পর ভিক্কি কুমার নামে প্রতিবেশী এক যুবককে সন্দেহের তালিকায় রাখে পুলিশঊ পরে ভিক্কিকে গ্রেফতারও করা হয়, এরপর বৃহস্পতিবার সকালে রাহুলের মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশঊ পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয় সকাল ৫.০০ নাগাদঊ অপহরণের পর কি কারণে হত্যা করা হল প্রাক্তন জেডি (ইউ) নেতার ছেলেকে, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

শিলিগুড়িতে বিজেপি বুথ অফিস থেকে ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

শিলিগুড়ি, ৪ এপ্রিল (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পশ্চিমবঙ্গ সফরের একদিন আগেই উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ারে ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে অকালেই প্রাণ হারিয়েছিলেন বৃদ্ধা মা। সেই ঘটনার রেশ এখনও কাটেনি। এবার প্রধানমন্ত্রীর সফরের পরবর্তী দিনই উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র বুথ অফিস থেকে উদ্ধার হল বছর ৪২-এর একজন ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ। বৃহস্পতিবার সকালে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ইস্টার্ন বাইপাসে অবস্থিত বিজেপির বুথ অফিস থেকে বছর ৪২-এর একজন ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, আত্মঘাতী হয়েছেন ওই ব্যক্তি। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম হল, নিত্যকুমার মণ্ডল (৪২)। প্রথমে জলপাইগুড়িতে থাকলেও, স্ত্রী রিনা মণ্ডলের সঙ্গে শিলিগুড়ি পৌরসভার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের ঘুঘুমালি এলাকা বসবাস করতেন পেশায় দিনমজুর নিত্যকুমার মণ্ডল। পুলিশ সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার ভোরে বিজেপি-র বুথ অফিসে বছর ৪২-এর ওই ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রাতঃ ভ্রমণকারীরা সাত সকালে মৃতদেহ দেখতে পাওয়া মাত্রই তড়িঘড়ি খবর দেন আশিঘর পুলিশ ফাঁড়িতে। পুলিশ ফাঁড়ি থেকে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মৃত ব্যক্তির স্ত্রী রিনা মণ্ডল জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার ভোর চারটে নাগাদ বাড়ি থেকে বাড়িয়ে যান নিত্যকুমার মণ্ডল। প্রতিদিন ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃভ্রমণে বেরোতেন তিনি। কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল না। এমনকি কারও সঙ্গে তাঁর শত্রুতাও ছিল না। কি কারণে তিনি এমন সিদ্ধান্ত নিলেন তা বুঝতে পারছি না। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে আশিঘর থানার পুলিশ।

সংযুক্ত আরব আমিরশাহির সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান পেতে চলেছেন মোদী

আবুধাবি, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : লোকসভা নির্বাচনের আগে আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত হতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারত এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহির মধ্যে সম্পর্ক সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য নরেন্দ্র মোদীকে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান "অর্ডার অফ জায়েদ" পদক দিয়ে সম্মানিত করা হবে। এই প্রসঙ্গে আবুধাবির ক্রাউন প্রিন্স এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহির সামরিক বাহিনীর ডেপুটি সুপ্রিম কম্যান্ডার শেখ মহম্মদবিন জায়েদ ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে নিজের 'প্রিয় বন্ধু' বলে অভিহিত করে ট্যুইটারে লেখেন, ভারতের সঙ্গে আমাদের ঐতিহাসিক এবং ব্যাপক কৌশলগত সম্পর্ক রয়েছে। এই সম্পর্ক আরও বেশি শক্তি করার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দুই দেশের সম্পর্ককে নতুন দিশা দেখিয়েছেন তিনি। তাঁর এই উদ্যোগকে মর্যাদা দিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির প্রেসিডেন্ট তাঁকে জায়েদ পদক দিতে সম্মতি জানিয়েছেন।বিশ্বের একাধিক দেশের রাষ্ট্রপতি, রাজা এবং রাষ্ট্রপ্রধানেরা জায়েদ পদক সম্মানে ভূষিত করা হয়। ঐতিহ্যশালী এই সম্মান এর আগে পেয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন(২০০৭), চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিংপিং(২০১৮), ইংল্যান্ডের রানি এলিজাবেথ (২০১০) এই সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, দক্ষিণ কোরিয়ার 'সোল শান্তি পুরস্কার' সম্মানে পেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অর্থনীতিবিদ ফিলিপ কোটলারের নামাঙ্কিত পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি।

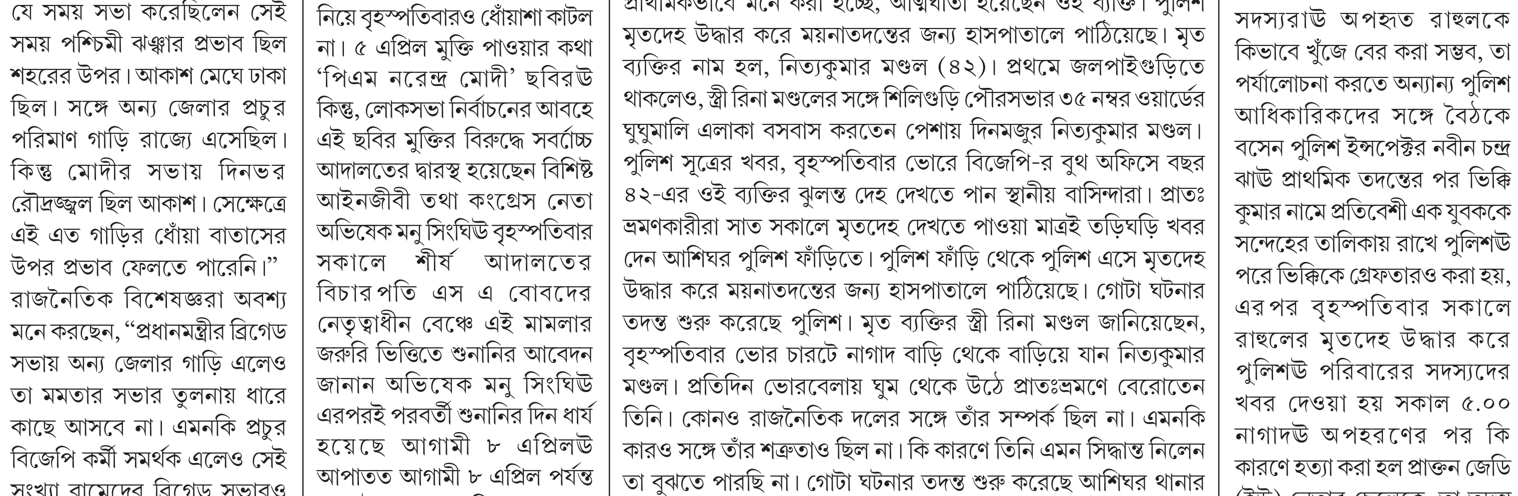

সম্প্রতি চিকিৎসকদের উপর হামলা নিয়ে শুক্রবার ডাক্তাররা এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। ছবি- নিজস্ব।

দিল্লিতে ফ্যাক্টরির দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু দু'জন শ্রমিকের, গুরুতর আহত ৩ জন

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল (হি.স.): দিল্লির শাহদারার সীমাপুরী এলাকায় অ্যালুমিনিয়াম ফ্যাক্টরির দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হল দু'জন শ্রমিকেরঊ বৃহস্পতিবারের মর্মান্তিক এই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দু'জন শ্রমিকঊ মৃত শ্রমিকদের নাম হল, বলদেব এবং ধর্মেন্দ্রঊ দু'জনের বয়স ৩০ বছরের কাছাকাছিঊ ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ (শাহদারা) মেঘনা যাদব জানিয়েছেন, 'বৃহস্পতিবার শাহদারার সীমাপুরী এলাকায় অ্যালুমিনিয়ার ফ্যাক্টরির দেওয়াল ভেঙে গুরুতর আহত হন ৫ জন শ্রমিক।

ছয়ের পাতায়

বিজেপিকে ভোট না দেওয়ার আহ্বান বিএসএনএল অস্থায়ী কর্মীদের

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি.স.): বিএসএনএল-এ অস্থায়ী কর্মীদের বসিয়ে দেওয়ার খবর পাওয়ার পরেই রাহুল গান্ধী থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়ে সরব হয়েছেন ঊ আর তাতেই রাতারাতি বিএসএনএল প্রধান জানিয়ে দিয়েছেন কর্মী ছাঁটাই হচ্ছে না ঊ কিন্তু এই প্রতিশ্রুতিতে মন গলেনি অস্থায়ী কর্মীদের ঊ তাঁরা ঠিক করেছে এবারে লোকসভা নির্বাচনে একটি ভোটও বিজেপিকে দেবে না তাঁরা ঊ রাজ্যের বিএসএনএল-র অস্থায়ী কর্মীদের তৈরি সংগঠনের দাবি, এসবই ভোট পাওয়ার চেষ্টা। ক্ষমতায় এলে ফের একই সমস্যা হবে। তাই একটিও ভোট যেন বিজেপিকে দেওয়া না হয়।

লোকসানের পারদ চড়তে থাকায় কর্মী ছাঁটাইয়ের খবর পাওয়া যায়। আর ছাঁটাইয়ের প্রথম কোপটাই গিয়ে পড়তে পারে অস্থায়ী কর্মীদের উপর। এই খবর পাওয়ার পরেই বিভিন্ন রাজ্যের বিএসএনএল-র অস্থায়ী কর্মীসংগঠনগুলি সরব হয়েছে। বাংলাতেই ১০ হাজার অস্থায়ী কর্মী ছাঁটাইয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও বৃহস্পতিবার বিএসএনএলের কর্তৃপক্ষ এসব কথাই গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছেনঊ

বিএসএনএলের অস্থায়ী কর্মীদের সংগঠনের সম্পাদক সুভাষ কুমার কর ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন , "আমরা আগেও বলেছি এখনও বলব এই যে কর্মী ছাঁটাই হবে না বলাটা আসলে আসলে ভোট পাওয়ার কায়দা। 'কাজ থাকবে' এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটটা আদায় করতে চাইছে। ভোট মিটলে আবার একই সমস্যা হবে। ফের কর্মী ছাঁটাই করার হিরিক উঠবে। তাই আমরা আমাদের কর্মীদের বলেছি যে বিজেপিকে ভোট দেবেন না।"

বিএসএনএলের বাকি অস্থায়ী কর্মীরাও এই বিষয়ে একমতঊ তাঁরা সকলেই মনে করছেন, ভোটের কথা মাথায় রেখেই এমন চাল চালছে কেন্দ্রঊ পাশাপাশি সুভাষবাবু আরও বলেন , "পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ২ লক্ষ ৬০ হাজার অস্থায়ী কর্মী রয়েছে। প্রতি পরিবার থেকে যদি তিনটে করে গড়ে ভোট পরে তাহলে সাত লক্ষ আশি হাজার ভোট। তাহলে কেন ছাঁটাই আটকাবে না।"

২০০০ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড-এ পরিণত হয় সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকা টেলিকম দফতরঊ কিন্তু কুড়ি বছর পেরোনোর আগেই কেন্দ্রীয় সরকারি টেলি সংস্থা মুখ থুবড়ে পরছে। গোটা দেশে বিএসএনএলের ৫৪ হাজার স্থায়ী কর্মী ছাটাই হতে চলেছে স্বেচ্ছা অবসর অথবা অবসরের বয়স কমিয়ে আনার মাধ্যমে । কিন্তু ভোটের মরশুমে বিপরীত প্রতিক্রিয়ার শঙ্কায় ভোট পর্যন্ত ছাঁটাই প্রক্রিয়া ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে। সরকারের তৈরি বিশেষজ্ঞ কমিটি বিএসএনএল-র হাল ফেরাতে মোট ১০টি সুপারিশ করেছিল। যার মধ্যে তিনটি অনুমোদন করেছে বিএসএনএল বোর্ড।

উত্যক্তকারী

আটের পাতার পর

অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় শৌচাগারে পড়ে রয়েছে। তারপর তাঁর পরিবারের সদস্যরা ছাত্রীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিতক মৃত বলে ঘোষণা করে। পুলিশ প্রাথমিক তদন্তের পর এই তথ্য জানিয়েছে। অভিযুক্তের নাম নীতিশ (৩২)। স্থানীয় বিধায়ক কে রাজন জানিয়েছেন, ছাত্রীর বাড়ির উঠোন দিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করার রাস্তা রয়েছে, সেখান থেকেই অভিযুক্ত প্রবেশ করে ছাত্রীর গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। তিনি আরও জানিয়েছেন, ঘটনাটির সময় বাড়িতে তার ঠাকুমা ও সে একা ছিল। পুলিশ ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে।

নির্বাচন কমিশন

আটের পাতার পর

একইসঙ্গে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চলছে বিশেষ অভিযান। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে ৩৭৭.৫১১ কোটি নগদ টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে নির্বাচন কমিশন। এছাড়াও ১৫৭ কোটি টাকার বেআইনি মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

নির্বাচন কনিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এখনও পর্যন্ত দেশজুড়ে ৩৭৭.৫১১ কোটি নগদ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এছাড়াও ১৫৭ কোটি টাকার বেআইনি মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, ৭০৫ কোটি টাকা মূল্যের মাদক এবং ৩১২ কোটি টাকার মূল্যবান সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। একইসঙ্গে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, এই ধরনের অভিযান আপাতত জারি থাকবে। প্রসঙ্গত, আগামী ১১ এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন। অন্তিম দফার ভোটগ্রহণ হবে ১৯ মে। লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হবে ২৩ মে।

বিশ্বব্যাংক

আটের পাতার পর

সামষ্টিক অর্থনীতি এবং রপ্তানিমুখী শিল্পে প্রবৃদ্ধির কারণে ।অবকাঠামোগত উন্নয়ন, কৃষি উৎপাদন, পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার, রেমিটেন্স এবং গ্রামাঞ্চলের মানুষের আয় বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন কারণে এই প্রবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। তবে ২০১৯ অর্থবছরের প্রথমার্ধে বাংলাদেশে বেসরকারি খাতে ৯১০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ হওয়াকে কম হিসেবে উল্লেখ করেছে বিশ্বব্যাংক। এছাড়াও, ভূমি, বিদ্যুৎ এবং গ্যাস সহজলভ্য হলে বাংলাদেশ শিল্পস্থাপনে আকর্ষণীয় স্থান হিসেবে বিবেচিত হবে বলেও বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

জরুরী পরিষেবা

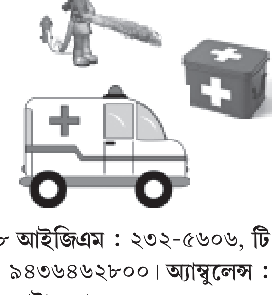

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার শারিরীক অবস্থা ও চিকিৎসা নিয়ে কূটনীতিকদের সঙ্গে বিএনপির বৈঠক

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ০৪ বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার শারিরীক অবস্থা ও চিকিৎসার বিষয়ে কথা বলতে ঢাকায় নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছে বিএনপি।বৃহস্পতিবার (০৪ এপ্রিল) বিকেল ৪টা থেকে ৫টা পর্যন্ত গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এ বৈঠক হয়।

বৈঠক শেষে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় সাংবাদিকদের বলেন, এটা নিয়মিত বৈঠক। আজকের বৈঠকে দলীয় চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার শারিরীক অবস্থা ও চিকিৎসার বিষয়ে কূটনীতিকদের সঙ্গে কথা হয়েছে।

এদিকে, সূত্র বলছে, বৈঠকে দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও খালেদা জিয়ার চিকিৎসা ও মুক্তির বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন বিএনপি নেতারা।

বৈঠকে বিএনপির পক্ষ থেকে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য ড় খন্দকার মোশাররফ হোসন, ড় আব্দুল মঈন খান, মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, ভাইস চেয়ারম্যান ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা সাবিহ উদ্দিন আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ, নির্বাহী কমিটির সদস্য ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেনসহ সিনিয়র নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

কূটনীতিকদের মধ্যে জাপান, নরওয়ে ও প্যালেস্টাইনের রাষ্ট্রদূত, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোনেশিয়া, মিয়ানমার, তুরস্ক, চীন, জার্মানি, যুক্তরাজ্য ও মরক্কোর উপ-রাষ্ট্রদূত, সুইজারল্যান্ডের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত, পাকিস্তানের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার ও ভারতের সহকারী হাইকমিশনার উপস্থিত আছেন।এ বিষয়ে বিএনপির পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে মিডিয়াকে কিছু জানানো হয়নি।

বিশেষ পর্যবেক্ষক

● **প্রথম পাতার পর।।** সৃষ্টির সম্ভাবনা প্রবল, তাও জানানো হয়েছে। নবেন্দুবাবু জানান, কমিশনের কাছে সিপিএম যে সমস্ত অভিযোগ করেছে তা সম্পূর্ণ অসত্য এবং মনগড়া।

লোকসভা নির্বাচনের জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের পর্যবেক্ষকের কাছে আবার অভিযোগ জানাল সিপিআইএম। বৃহস্পতিবার দুপুরে আগরতলার খেজুরবাগান এলাকার স্টেট গেস্ট হাউসে গিয়ে পর্যবেক্ষককে অভিযোগ জানান সিপিআইএম-এর ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক গৌতম দাসের নেতেত্বে তিনি সদস্যের এক প্রতিনিধি দল।

পর্যবেক্ষকের সঙ্গে দেখা করে বেরিয়ে আসার সময় গৌতম দাস সংবাদ মাধ্যমকে জানান, তাঁরা রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরছেন। নতুন সরকার প্রতিষ্ঠার পর রাজ্যে বিরোধীদের উপর লাগাতার আক্রমণ চলছে। শাসক দলের টার্গেট হচ্ছেন বামফ্রন্টের নেতা কর্মীরা। এক বছরে সাতজন বামফ্রন্ট কর্মী খুন হয়েছেন, ১,৬০০-এর বেশি কর্মী আহত হয়েছেন, বহু কর্মী-সমর্থকদের ঘরবাড়ি আক্রান্ত হয়েছে, পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর বাম প্রার্থীদের প্রচার করতে দেওয়া হচ্ছে না। কর্মী সমর্থকদের ভয় ভীতি দেখানো হচ্ছে। তাদের বাড়িঘর থেকে বের হতে দেওয়া হচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে কতটুকু অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করা সম্ভব হবে তা নিয়ে তাঁরা চিন্তিত।

গৌতমের অভিযোগ, বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠার পর পঞ্চায়েত, পুরনিগম ও নগর পঞ্চায়েতে যে উপনির্বাচন হয়েছে তার প্রায় ৯৬ শতাংশ আসনে বিরোধী প্রতিনিধিদের জোর করে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে নির্বাচনের নামে প্রহসন করা হয়েছিল। তাই তাঁরা পর্যবেক্ষকের কাছে দাবি জানিয়েছেন রাজ্যের সাধারণ মানুষ-সহ বিরোধী দলের কর্মী সমর্থকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। তিনি আরও বলেন, সারা দেশের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে সব চেয়ে বেশি হারে ভোট পড়ে যা ভারতের মধ্যে জাতীয় রেকর্ড। এবারের নির্বাচনে রাজ্যে এই ঐতিহ্য যেন বজায় থাকে এর জন্য নির্বাচন কমিশনকে পদক্ষেপ গ্রহণ করাও আর্জি জানানো হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন এই বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেয় তা দখতে অপেক্ষায় আছেন তাঁরা, জানান গৌতম দাস। তিনি জানান, আগেও সিপিআইএম-এর তরফে নির্বাচন কমিশনে একাধিকবার অভিযোগ জানিয়েছে।

এদিকে, কংগ্রেসও পুলিশের বিশেষ পর্যবেক্ষকের কাছে সন্ত্রাস ইস্যুতে নালিশ জানিয়েছে। কংগ্রেস রাজ্যে শান্তিপূর্ণ ভোট সুনিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে।

আজ মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক জানান, স্পেশাল পুলিশ অবজারভার বি জে পি, সি পি আই(এম) এবং আই এন সি দলের প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করেন। তিনি আজ আগরতলা এবং সংলগ্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক জানান, রাজ্যে নির্বাচনের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা রক্ষী রয়েছে। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য নিরাপত্তা রক্ষীরা বিভিন্ন জায়গায় টহল দিচ্ছেন। স্পর্শকাতর এলাকায় নিরাপত্তা রক্ষীদের টহলদারি বাড়ানো হয়েছে। অবাধ শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

সামার ক্যাম্প

● **প্রথম পাতার পর।।** দুর্বল ছাত্রছাত্রীদের জন্য এবছর সামার ক্যাম্পের আয়োজন করা হচ্ছে। আগামী বছর থেকে রাজ্যের সমস্ত স্কুলের সকল ছাত্রছাত্রীদের জন্য সামার ক্যাম্পের আয়োজন করা হবে।

সূত্রের কথায়, তৃতীয় শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত দুর্বল ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সামার ক্যাম্পের আয়োজন করা হবে। নিজ নিজ স্কুলে বুনিয়াদী স্তরের শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই সামার ক্যাম্পের পরিচালনা করবেন। জানা গেছে, এই সামার ক্যাম্পের জন্য নির্বাচন কমিশনের অনুমতি নেবে রাজ্য সরকার। আগামী ২৫ মে থেকে গ্রীষ্মের ছুটি শুরু হচ্ছে। ওইদিন থেকে সামার ক্যাম্প শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্য সরকারের। জানা গেছে, সামার ক্যাম্পের অন্তিম দুই দিন অভিভাবকদের ডেকে এনে তাঁদের সন্তানের অগ্রগতি তাঁদের জানানো হবে।

এদিকে, স্কুলগুলিতে অতিরিক্ত ছুটি বাতিলের চিন্তাভাবনা করছে রাজ্য সরকার। সূত্রের খবর, সরকারী ছুটির অতিরিক্ত ছুটি স্কুলগুলি উপভোগ করে। ওই ছুটিগুলি বাতিল করতে চাইছে রাজ্য সরকার। শীঘ্রই এবিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানা গেছে।

মোদী সরকার টাকা দেয়নি, তাই উন্নয়ন করতে পারেননি, দাবি ডিফুর কংগ্রেস-প্রার্থী ইংতির

হাফলং (অসম), ৪ এপ্রিল (হি.স.) : ভোট আসলেই দেখা মেলে সাংসদ বীরেনসিং ইংতির। এই অভিযোগ রাজ্যের দুই পাহাড়ি জেলার সর্বত্র। গত পাঁচ বছর সাংসদ থেকে মাত্র দুই বা তিনবার ডিমা হাসাও জেলায় এসেছিলেন বীরেনসিং ইংতি, অভিযোগ পাহাড়বাসীর। অনেকে আবার গত পাঁচ বছরে বীরেনসিং ইংতিকে পাহাড়ি জেলায় দেখতেই পাননি বলে অভিযোগ তুলছেন। তবে ভোট আসার সঙ্গে সঙ্গেই ভোট চাইতে জনতার দরবারে উপস্থিত কংগ্রেস প্রার্থী বীরেনসিং ইংতি। এনিয়ে পাহাড়ের মানুষের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

তবে কংগ্রেস এ-সব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলছে, কেন্দ্রে গত পাঁচ বছর বিজেপি সরকার ক্ষমতায় থাকার দরুন বীরেনসিং ইংতি পাহাড়ের উন্নয়নে তেমন কিছু করতে পারেননি। আগামী ১৮ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় শিলচর, করিমগঞ্জ, নগাঁও, মঙ্গলদৈ লোকসভা আসনের সঙ্গে কারবি আংলং, পশ্চিম কারবি আংলং ও ডিমা হাসাও জেলাকে নিয়ে ডিফু তফশিলি জনজাতি সংরক্ষিত সংসদীয় আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপি ডিমা হাসাও জেলায় নির্বাচনি প্রচার অভিযান জোরদার করলেও কংগ্রেস আজ বৃহস্পতিবার থেকে প্রচার অভিযান শুরু করেছে। কংগ্রেস প্রার্থী বীরেনসিং ইংতি মহকুমা সদর মাইবাং থেকে বৃহস্পতিবার তাঁর প্রচার অভিযান শুরু করেন। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে তুলোধুনো করে দুটি পাহাড়ি জেলার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জনতার কাছে ভোট চেয়েছেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা বীরেনসিং ইংতি। মাইবাঙে আজ নির্বাচনি সভায় উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের সদস্য ডেনিয়েল লাংথাসা বিজেপি প্রার্থী হরেনসিং বে-কে গুণ্ডা অ্যাখ্যা দিয়ে এক নতুন বিতর্ক উসকে দিয়েছেন। তিনি নির্বাচনি জনসভায় বলেন, ইউপিডিএস-এর প্রাক্তন জঙ্গি হরেনসিং বে-কে ডিফু লোকসভা আসনে প্রার্থী করেছে। হরেনসিং বে ভেঙে দেওয়া ইউপিডিএস জঙ্গি সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। সে সময় অনেক নিরীহ মানুষ খুন করেছে ইউপিডিএস। ডেনিয়েল বলেন, ডিমাসা ও কারবি জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংগঠিত জাতিদাঙ্গায় জড়িত ছিল ইউপিডিএস। এবং এই জাতি দাঙ্গায় উভয় জনগোষ্ঠীর অনেক নিরীহ মানুষকে খুন করা হয়েছে। আজ ওই জঙ্গি সংগঠনের প্রাক্তন নেতাকেই কিনা বিজেপি প্রার্থী করল? তাই এমন অপরাধীকে ভোটদান থেকে বিরত থাকার জন্য জনগণের কাছে আহ্বান জানান ডেনিয়েল লাংথাসা।

তিনি বলেন, নোটবন্দি ও জিএসটির জন্য সাধারণ মানুষ নাজেহাল হয়ে উঠেছিলেন। তাই এবার কেন্দ্রে কংগ্রেসের সরকার হচ্ছেই এই দাবি করে ডেনিয়েল লাংথাসা বলেন, দিল্লিতে কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে পার্বত্য পরিষদেও এর প্রভাব পড়বে। ডেনিয়েল বলেন, গত পাঁচ বছর বীরেনসিং ইংতি কেন্দ্রে বিজেপি সরকার থাকার দরুন পাহাড়ের উন্নয়নে কিছু করতে না পারলেও তিনি কারও ক্ষতি করেননি। কাউকে খুনও করেননি। তাই এবারের লোকসভা নির্বাচনে বর্ষীয়ান এই কংগ্রেস নেতাকে জয়ী করতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

এদিন মাইবাঙে ওই নির্বাচনি জনসভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি নির্মল লাংথাসা। তিনি বলেন, গতকাল বুধবার অরুণাচলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনসভায় টাকা বিলানোর জন্য নিয়ে আসার সময় অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে দুই কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছিল। বিজেপি টাকার জোরে ভোটে জয়ী হতে চায়। কিন্তু কংগ্রেস গরিব দল। কংগ্রেসের কাছে টাকা নেই। তবুও এবার কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার গঠন করবে বলে দাবি করেন নির্মল লাংথাসা। মাইবাঙের নির্বাচনি জনসভায় বক্তব্য পেশ করেন কংগ্রেস নেতা কালীজয় সেঙাইয়ং, হামজানন লাংথাসা প্রমুখ। এদিকে,কংগ্রেস নেতা ডেনিয়েলকে নিরাশাজনক মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়েছে বিজেপি।

ধর্মনগরে বিএসএফ ও টিএসআর-এর গাড়ির সংঘর্ষ, ঘায়েল ত্রিপুরা রাইফেলসের তিন জওয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। বিএসএফ এবং টিএসআর-এর গাড়ির সংঘর্ষে ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলসের তিন জওয়ান আহত হয়েছেন। আহতদের হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ।

জানা গেছে, উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরের পার্শবর্তী নতুন বাজার এলাকায় বিএসএফ-এর জলবাহী একটি গাড়ি টিএসআর জওয়ান পরিবাহী এক জিপকে অর্তকিতে ধাক্কা দিলে ঘটে বিপত্তি। দুই গাড়ির সংঘর্ষে আহত হয়েছেন টিএস আর-এর তিন জওয়ানরা। চিকিৎসার জন্য তিজনকেই কদমতলা হাসপাতালে ভরতি করা হয়।

জানা গেছে, বিএসএফ-এর এইচআর ৩৯ সি ৫৪৩১ নম্বরের একটি জলের ট্যাঙ্কার প্রত্যেকরায় এলাকা থেকে জল নিয়ে আসার সময় নতুন বাজারের ফাঁড় রাস্তা থেকে ধর্মনগর-কদমতলা রাস্তায় ওঠার সময় টিএসআর জওয়ান পরিবাহী টিআর ০২ ২০১৮ নম্বরের কমান্ডার জিপকে সরাসরি ধাক্কা মারে। জিপে ধর্মনগর কৃষ্ণপুর বিওপি-তে নিয়োজত আট জওয়ান চোরাইবাড়িতে ফিরছিলেন।

ঘটনার পর কদমতলা থানার পুলিশ বিএসএফ-এর জলবাহী গাড়িটিকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। বিএসএফ-এর জলবাহী গাড়ির কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি এবং গাড়ির কোনও যাত্রীও আঘাতপ্রাপ্ত হননি।

এক বছরেই বিজেপি সরকারের ওপর ক্ষিপ্ত ত্রিপুরবাসী, কংগ্রেস প্রার্থীদের জয় নিশ্চিত : সুবল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের কংগ্রেস প্রার্থী সুবল ভৌমিক আজ পশ্চিম জেলার অন্তর্গত সদর মহকুমা ও জিরানিয়া মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় রোড শো করেছেন। চন্দ্রপুর এলাকা থেকে রোড শো-টি শুরু হয়ে খয়েরপুর, মজলিশপুর মান্দাই-সহ আশপাশ এলাকায় ঘুরে চম্পকনগরে গিয়ে শেষ হয়।

কংগ্রেস প্রার্থী সুবলের সঙ্গে ছিলেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সম্পাদক বাপ্টু চক্রবর্তী-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। আজকের এই রোড শো শেষে সুবল ভৌমিক দাবী করেন, ত্রিপুরার বর্তমান বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার মিথ্যার উপর ভর করে চলছে। মানুষ সরকারের এই মিথ্যাচার বুঝতে পেরে রাস্তায় নেমে এসে প্রতিবাদ করছেন। এটা নজিরবিহীন ঘটনা যে মাত্র এক বছরের মধ্যেই মানুষ সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। তাই এবার লোকসভা নির্বাচনে ত্রিপুরা রাজ্যের দুটি আসনে কংগ্রেস প্রার্থীদের জয় নিশ্চিত, জোরের সঙ্গে দাবি করেন তিনি।

আহত ৩ জন

পাচের পাতার পর

তাঁরা মেরামতির কাজ করছিলেন, আচমকাই দেওয়াল ভেঙে পড়েঊ গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁদের নিকটবর্তী গুরু তেগ বাহাদুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়ঊ তাঁদের মধ্যে দু'জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। বাকি ৩ জন হাসপাতালে চিকিতাধীন।

পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার বেলা ১১.৫৪ মিনিট নাগাদ ফোন করে জানানো হয় শাহদারার সীমাপুরী এলাকায় অ্যালুমিনিয়াম ফ্যাক্টরির দেওয়াল ভেঙে পড়েছে। খবর পাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনীঊ গুরুতর আহত অবস্থায় ৫ জন শ্রমিককে উদ্ধার করে নিকটবর্তী গুরু তেগ বাহাদুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়ঊ তাঁদের মধ্যে দু'জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছেঊ বাকি ৩ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

হুমকি

● **প্রথম পাতার পর।।** সাংবাদিক সম্মেলনে অল ত্রিপুরা গভঃ ডক্টরস্ এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ রাজেশ চৌধুরী বলেন, চিকিৎসকরা মানুষের সেবায় প্রতিনিয়ত নিয়োজিত থাকেন। কিন্তু, চিকিৎসকরাই বারে বারে আক্রান্ত হচ্ছেন। সাব্রুমে চিকিৎসক নিগ্রহের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেনি পুলিশ। তিনি বলেন, চিকিৎসক নিগ্রহের ঘটনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কড়া ব্যবস্থা না নেওয়া হলে আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবেন চিকিৎসকরা।

মালিঙ্গা

সাতের পাতার পর।। ৩৪ রানে শিকার করেন ৩টি উইকেট।

ভারতীয় সময় রাত ১২টার কাছাকাছি সময়ে এই ম্যাচ শেষ করেই মালিঙ্গা ছোটেন বিমানবন্দরে। ভারত থেকে শ্রীলঙ্কার দূরত্ব খুব বেশি নয়। পৌঁছেও যান অল্প সময়ে। বৃহস্পতিবার (৪ মার্চ) সকালেই নেমে পড়েন শ্রীলঙ্কার সুপার প্রভিশনাল ওয়ানডে কাপ টুর্নামেন্ট খেলতে। টুর্নামেন্টে 'গল' দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন মালিঙ্গা। ক্যান্ডির পালেকেল্লে স্টেডিয়ামে চলছে সে ম্যাচ। স্বাগতিক দলের বিপক্ষে টসে হেরে ব্যাট করছে মালিঙ্গার দল।

পেলে

সাতের পাতার পর।। আসেন তিনি। দুই দিনের মধ্যেই ৭৮ বছর বয়সী পেলে হাসপাতাল ছাড়তে পারবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন চিকিৎসকরা।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেশ কিছু শারীরিক জটিলতায় ভুগছেন পেলে। ২০১৫ সালে স্নায়ুর সমস্যায় সাও পাওলোর আলবার্ট আইনস্টাইন হাসপাতালে তার মেরুদণ্ডে অস্ত্রোপচার করা হয়। কিডনি ও প্রস্টেটের সমস্যা নিয়ে একাধিকবার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে মস্কোয় রাশিয়া বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠানে এসেছিলেন হুইলচেয়ারে বসে।

ইতিহাসে একমাত্র ফুটবলার হিসেবে তিনটি বিশ্বকাপ জিতেছেন পেলে। সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার হিসেবে বিবেচিত সাবেক এই ফরোয়ার্ড তার ২১ বছরের ক্যারিয়ারে ১ হাজার ৩৬৩ ম্যাচে ১ হাজার ২৮১টি গোল করেন। এর মধ্যে ব্রাজিলের জাতীয় দলের হয়ে ৯১ ম্যাচে করেন ৭৭ গোল। ১৯৭০ সালে বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে ফিফা গোল্ডেন বল পুরস্কার জেতেন তিনি।

অল্পেতে রক্ষা পেলো ভদ্রাবতি বিদ্যালয়টি !

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৪ এপ্রিল।। মাত্র এক সাপ্তাহ আগে বিশালগড় থানার অন্তর্গত দূর্গানগর বাজারে ভয়াবহ আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছিল ১০ টি দোকান। এর রেশ কাটতে না কাটতেই আবারও ভয়াবহ অগ্নি কান্ডের হাত থেকে অল্পতে রক্ষা পেলো দূর্গানগর বাজার সংলগ্ন যাট বছর আগের পুরনো দূর্গানগর ভদ্রাবতি উচ্চ বিদ্যালয়টি। ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার সন্ধা ৭ টা নাগাত। জানাগেছে আশপাশের দোকানদার হঠাৎ স্কুল লাগোয়া একটি খড়ের কুড়োলে ভয়াবহ আগুনের লেলিহান শিখা দেখে দোকানীদের আত্মচিৎকার শুনে ছুটে আসে পড়শিরা। খবর দেওয়া হয় বিশালগড় অগ্নি নির্বাপক দফতরে। দমকলের একটি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে যায় বিশালগড় থানার পুলিশও। তবে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনেকে কেন্দ্র করে ১ সাপ্তাহের মধ্যে দূর্গানগর বাজারে পর পর দুটি অগ্নি কান্ডের ঘটনায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

ভোটগ্রহণ ও গণনার সময় খোয়াইয়ে মদের দোকান বন্ধ থাকবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। আসন্ন লোকসভার নির্বাচনে ২-পূর্ব ত্রিপুরা (তপশিলী উপজাতি) সংরক্ষিত লোকসভা কেন্দ্রের জন্য ভোটগ্রহণ করা হবে আগামী ১৮ এপ্রিল। ভোট গণনা করা হবে আগামী ২৩ মে। ভোটগ্রহণ এবং ভোট গণনার সময় আইন-শ'খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে আগামী ১৬ এপ্রিল, ২০১৯ থেকে ১৮ এপ্রিল, ২০১৯ এবং আগামী ২৩ মে খোয়াই জেলায় ড্রাই ডে ঘোষণা করা হয়েছে। খোয়াই জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এক বি'প্তিতে বলা হয়েছে, খোয়াই জেলার সমস্ত খচরো বিলাতী মদের দোকান এবং দেশী মদের দোকান উল্লেখিত দিনগুলিতে বন্ধ থাকবে। খোয়াই জেলা প্রশাসনের কার্যালয় থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

৬-৭ এপ্রিল কমলপুরে ই ভি এম ও ভিভিপ্যাটের কমিশনিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।।আসন্ন লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষে ২-পূর্ব ত্রিপুরা (এস টি) সংসদীয় আসনের অন্তর্গত কমলপুর মহকুমার দুটি বিধানসভা এলাকার ই ভি এম এবং ভিভিপ্যাটের প্রয়োজনীয় কমিশনিং হবে আগামী ৬ এবং ৭ এপ্রিল কমলপুর দ্বাদশ শ্রেণী (বালক) বিদ্যালয়ে। ৪৫-কমলপুর এবং ৪৬-সুরমা বিধানসভা এলাকার ই ভি এম ও ভিভিপ্যাট কমিশনিং-এর এই কাজ উল্লিখিত স্থানে সম্পাদন করা হবে। এই কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের জন্য মোট ১৩টি দল নিয়োগ করা হয়েছে। সহকারি রিটার্নিং অফিসার তথা কমলপুর মহকুমার মহকুমাশাসকের কার্যালয় থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

অনুমান পুলিশের

তিনের পাতার পর

মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখা যায় ঊ এছাড়াও ছিল মাথায় ভারী কিছু দিয়ে আঘাতের চিহ্ন ঊ এদিন ঘটনাস্থলে থেকে একটি সাঁড়াশিও উদ্ধার করে পুলিশ । ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ফরেনসিক বিশেষজ্ঞের একটি দল । প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ এই ঘটনাকে খুন বলেই মনে করছে ঊ এদিন বৃদ্ধার দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়। এই ঘটনার সঙ্গে ওই বৃদ্ধার কোনও নিকট আত্মীয়ই জড়িত আছে বলে প্রাথমিক তদন্তে মনে করছে পুলিশ ।

বিপ্লব

● **প্রথম পাতার পর।।** চিকিৎসকের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিয়েছে। তিনি দাবি করেন, অতীতে কোনও মেজিস্ট্রেট তদন্তে কারোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ হয়নি। কারণ, মেজিস্ট্রেট তদন্ত পূর্বতন বাম সরকার প্রভাবিত করতো। তাঁর আরো দাবি, সিপিএমের প্ররোচনাতেই মাধববাড়ির ঘটনায় জিরানিয়ার এসডিপিও, টিএসআরের কনস্টেবল এবং জিবি হাসপাতালের চিকিৎসক সঠিক ভাবে দায়িত্ব পালন করেননি। তাই তাদেরকে বরখাস্ত করা হয়েছে। বিপ্লব দেবের কথায়, বিজেপি সরকার কখনই অরাজকতা এবং কর্তব্যে গাফিলতি বরখাস্ত করবে না। এদিন তিনি লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আবেদন জানিয়েছেন।

াঙ্গন

‘মানকড়’ আইনটিকে দুর্বল বললেন বাটলার

লন্ডন, ৪ এপ্রিল।। সম্প্রতি ‘মানকড়’ (ইংরেজিতে মানকাড বা মানকাডিং) আইনে আউট হওয়া জস বাটলার অবশেষে এ নিয়ে মুখ খুললেন। তিনি বিশ্বাস করেন ‘এটি সম্ভবত ভুল সিদ্ধান্ত’। যেখানে এবারের আইপিএলে নিজেদের প্রথম ম্যাচে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে ব্যাটিংয়ে নেমে কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের অধিনায়ক রবিচন্দ্রন অশ্বিনের দ্বারা মানকাডিং হন বাটলার।

মানকাড আউট হচ্ছে, নন-স্ট্রাইকিং ব্যাটসম্যান যদি বল করার আগ মুহূর্তে পপিং ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়া যায়, তবে বোলার চাইলে স্টাম্প ভেঙে তাকে আউট করতে পারে। সেদিন ইংলিশ ব্যাটসম্যান বাটলারকে অশ্বিন এই আইনেই আউট করেছিলেন।

তবে সেদিন থেকেই এ নিয়ে বেশ বিতর্ক সৃষ্টি হয়। সমর্থক থেকে শুরু করে বর্তমান ও সাবেক অনেক ক্রিকেটারের সমালোচনার শিকার হন অশ্বিন। তারা জানায়, অশ্বিন চেতনা বিরোধী কাজ করেছে। তবে অনেকে আবার এটিকে আইসিসির আইন মনে করিয়ে দিয়ে অশ্বিনের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

সেই ম্যাচে ৫৯ রান করা বাটলার পরের দুই ম্যাচে ভালো করতে পারেননি। তবে দলের চতুর্থ ম্যাচে দলকে জেতানো ফিফটির দেখা পান। এবার তিনি মানকাডে শিকার হওয়া সেই ম্যাচের কথা বলতে গিয়ে জানান, এই আইনে বেশ দুর্বলতা রয়েছে যা, আরও যাচাই করা দরকার।

এদিকে ঐ ম্যাচের পর বাটলার নিজেকে মানকাড থেকে শোধরাতে আরও সতর্ক হয়েছেন। তবে এর ফলে ব্যাটিংয়ে অমনোযোগী হয়ে পরের দুই ইনিংসে ভালো করতে পারেননি। তবে এখন আবার স্বরূপে ফিরেছেন। আর তিনি মনে করেন সেই একমাত্র ক্রিকেটার যে দু’বার মানকাড হয়েছেন। ২০১৪ সালে সর্বপ্রথম তিনি শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডেতে এমনটি হয়েছিলেন।

বাটলার বলেন, ‘অবশ্যই মানকাডিং আইনে থাকা প্রয়োজন, কেননা ব্যাটসম্যানরা তাহলে আগেই পিচের মাঝে চলে যায়। তবে আমি মনে করি, এই আইনে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে। যখন বোলার বল করার জন্য প্রস্তুতি নেবে।’

ক্রিকেটীয় আইন অনুযায়ী জস বাটলার যে ‘আউট’ এটা নিয়ে সন্দেহ খুব কমই আছে। কিন্তু বিতর্ক হচ্ছে ক্রিকেটীয় চেতনা নিয়ে। বিশেষ করে অশ্বিন তার স্বাভাবিক অ্যাকশনে বল না করায় প্রশ্ন উঠছে। অশ্বিন বল ছোড়ার ভঙ্গি করলেও অপেক্ষায় ছিলেন কখন বাটলার ক্রিজ পার করবেন। এরপর স্ট্যাম্প ভেঙেছেন। এটা ক্রিকেটীয় দিক থেকে দেখলে একেবারেই চেতনার পরিপন্থী। ক্রিকেটের মতো ভদ্রলোকের খেলার সঙ্গে এটা ঠিক যায় কি না এটাই সন্দেহ অনেকের।

মূলত সাবেক ভারতীয় ক্রিকেটার ভিনু মানকড়ের নাম অনুসারে এই আউটের নামকরণ করা হয়েছে। যদিও এই আউটকে আইনসিদ্ধ বলা হয় তবু তা ক্রিকেটীয় চেতনার পরিপন্থী বলেই মনে করা হয়। বরং প্রথমবার ব্যাটসম্যানকে সাবধান করে দেওয়াই এক্ষেত্রে স্বাভাবিক আচরণ।

দুর্নীতি রোধে এক হলো আইসিসি-ইন্টারপোল

লন্ডন, ৪ এপ্রিল।। বর্তমান সময়ে ক্রিকেটে দুর্নীতি যেন কঠিন কোনো বিষয় নয়। আইনও আছে অনেক। তবে অনেক সময়ই অপরাধী বেঁচে যায়। তাই এই আইনকে আরও কার্যকর ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এবার ইন্টারপোলের সঙ্গে হাত মেলালো ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। গেল সপ্তাহেই ফ্রান্সের লিঁওতে ইন্টারপোলের সদর দপ্তরে এক বৈঠক শেষে দু’টি সংস্থা এক হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। বৈঠকে আইসিসির পক্ষ থেকে অংশ নেন আইসিসির অ্যান্টি করাপশন ইউনিটের জেনারেল ম্যানেজার অ্যালেক্স মার্শাল। সংস্থা দু’টি একে অপরকে বিশ্বব্যপী সাহায্য করবে বলে একমত হয়েছে। বর্তমানে পুরো বিশ্বব্যপী ক্রিকেট ছড়িয়ে পড়েছে। আর ইন্টারপোল বিশ্বের ১৯৮টি দেশে কাজ করে। তাই সর্বত্র ক্রিকেট থেকে দুর্নীতি দূর করতেই আইসিসির এই সিদ্ধান্ত। সভা শেষে মার্শাল বলেন, ‘অনেক দেশের নিরাপত্তা সংস্থার সঙ্গেই আইসিসির দারুন সখ্যতা রয়েছে। তবে ইন্টারপোলের সাথে কাজ করার অর্থ হল ১৯৪টি দেশে তাদের সাহায্য পাওয়া। আমরা খেলোয়াড়দের নৈতিক শিক্ষায় জোর দিতে চাই, যাতে করে তারা অসততার পথে পা না বাড়ায়। আমাদের তদন্ত অনেক সময় আসল অপরাধীর ধরন বুঝতে পারে না। সেক্ষেত্রে আমরা ইন্টারপোলকে পাশে পেতে চাই।’ ইন্টারপোলের পক্ষে ক্রিমিনাল নেটওয়ার্ক ইউনিটের সহকারী পরিচালক হোসে ডি গার্সিয়া উপস্থিত ছিলেন সভায়। তিনি বলেন, ‘খেলাধুলা মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ কমায়। কিন্তু অপরাধীরা এটাকে ব্যবহার করেই লাভ করে। আমাদের দু’পক্ষের আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে। আমরা আইসিসির সঙ্গে কাজ করার ব্যাপারে একমত হয়েছি।’

ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে বেলজিয়াম, দশের বাইরে আর্জেন্টিনা

লন্ডন, ৪ এপ্রিল।। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে বেলজিয়াম। খুব বেশি পরিবর্তন নেই সেরা পাঁচেও। নতুন কোনো দেশ সেরা দশে ঢোকেনি। আর সেরা দশ থেকে ছিটকেও যায়নি কেউ।

বৃহস্পতিবার প্রকাশিত সর্বশেষ তালিকায় ১ হাজার ৭৩৭ পয়েন্ট নিয়ে এক নম্বরে রয়েছে বেলজিয়াম। তিন পয়েন্ট পিছিয়ে দুইয়ে আছে ফ্রান্স। তিন নম্বর অবস্থান ধরে রাখা ব্রাজিলের পয়েন্টও রয়েছে অপরিবর্তিত (১ হাজার ৬৭৬)। তবে অবনতি হয়েছে রাশিয়া বিশ্বকাপের রানার্সআপ ক্রোয়েশিয়ার।

আইপিএলে শততম জয় পেলো মুম্বাই

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল।। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) এবারের মৌসুমে প্রথম পরাজয়ের স্বাদ পেয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের কাছে ৩৭ রানে হেরেছে তারা। মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে ৫ উইকেট ১৭০ রানে সংগ্রহ করে মুম্বাই। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৮ উইকটে ১৩৩ রানের বেশি করতে পারেনি চেন্নাই। এই জয় দিয়ে আইপিএল ইতিহাসের শততম জয় তুলে নেয় মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স।

১৭১ রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ভালো হয়নি চেন্নাইয়ের। দলীয় ৬ রানের মধ্যে দুই ওপেনার শেন ওয়াটসন ও আম্বাতি রাইডুর উইকেট হারায় তারা। সুরেশ রায়না ১৬ রান করে দলীয় ৩৩ রানে বিদায় নেন। এতে চাপে পড়ে চেন্নাই।

চতুর্থ উইকেটে ৫৪ রান যোগ করেন মহেন্দ্র সিং ধোনি ও কেদার যাদব। তবে রান তোলার গতি ছিল কম। ধোনি ১২ রান করে আউট হন। রবীন্দ্র জাদেজা ১ রান করে বিদায় নেন। দলীয় ১০৮ রানে কেদার যাদব ব্যক্তিগত ৫৪ রান করে আউট হন।

মুম্বাইয়ের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ম্যাচ থেকে ছিটকে যায় চেন্নাই। ৮ উইকেটে ১৩৩ রানে থেমে যায় চেন্নাইয়ের ইনিংস। ফলে ৩৭ রানের সহজ জয় দিয়ে আইপিএলের শততম জয় তুলে নেয় মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। মুম্বাইয়ের লাসিথ মালিঙ্গা ও হার্দিক পান্ডিয়া ৩টি এবং বেহরেনড্রফ ২টি উইকেট নেন।

এর আগে টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে দলীয় ৮ রানে কুইন্টন ডি ককের উইকেট হারায় মুম্বাই। দলীয় ৪৫ রানে আউট হন আরেক ওপেনার রাহিত শর্মা। যুবরাজ সিং ব্যক্তিগত ৪ রান করে দ্রুত বিদায় নেন। চতুর্থ উইকেটে প্রতিরোধ গড়েন সূর্যকুমার যাদব ও ক্রুনাল পান্ডিয়া। ৬২ রান আসে তাদের ব্যাট থেকে। দলীয় ১১২ রানে ক্রুনাল পান্ডিয়া ৪২ রান করে আউট হন।

সূর্যকুমার যাদব অর্ধশতক তুলে ৪৩ বলে ৫৯ রান করে আউট হন। দলের রান তখন ৫ উইকেটে ১২৫ রান। এরপর হার্দিক পান্ডিয়া ও কাইরন পোলার্ড ঝড়ো গতিতে রান তোলেন। শেষ দুই ওভারে তারা ৪৫ রান তোলেন। হার্দিক পান্ডিয়া ৮ বলে ২৫ ও পোলার্ড ৭ বলে ১৭ রানের ঝড়ো ইনিংস খেললে ৫ উইকেটে ১৭০ রানে সংগ্রহ দাঁড় করায় মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। চেন্নাইয়ের চাহার, মোহিত শর্মা, ইমরান তাহির, রবীন্দ্র জাদেজা ও ডোয়াইন ব্রাভো ১টি করে উইকেট নেন।

মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের হার্দিক পান্ডিয়া ম্যাচ সেরা নির্বাচিত হন।

২৪ ঘণ্টায় দুই দেশের ম্যাচে মালিঙ্গা

কলম্বো, ৪ এপ্রিল।। কথা ছিলো শ্রীলঙ্কার প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলতে হবে সব লঙ্কান জাতীয় দলের সদস্যদের। তবে আগেই কথা হয়ে থাকায় শেষ মুহূর্তে লঙ্কান বোর্ডের ছাড়পত্র নিয়ে আসেন ভারতে। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) কয়েকটি ম্যাচও খেলেন। এরপর আবার ফিরে গেছেন নিজের দেশে। ২৪ ঘণ্টার ভেতর দুই দেশে ম্যাচ খেলে সমর্থকদের তাক লাগিয়ে দিয়েছেন লঙ্কান তারকা পেসার লাসিথ মালিঙ্গা। বুধবার (০৩ মার্চ) রাতে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে চেন্নাই সুপার কিংসের বিপক্ষে মাঠে দেখা গেছে মালিঙ্গাকে। এদিন তার দল মুম্বাই পায় ৩৭ রানের বড় জয়। তিনি নিজে বল হাতে -ছয়ের পাতায় দেখুন

হারের জন্য খেলোয়াড়দের দুষতে নারাজ জিদান

লন্ডন, ৪ এপ্রিল।। দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম হারের জন্য খেলোয়াড়দের দুষতে রাজি নন রিয়াল মাদ্রিদের কোচ জিনেদিন জিদান। এক মৌসুমের পারফরম্যান্স দিয়ে মার্সেলোর মতো অভিজ্ঞ খেলোয়াড়ের বিচার করতেও চান না ফরাসি এই কোচ।

লা লিগায় ভালেন্সিয়ার বিপক্ষে বুধবার ২-১ গোলে হারে রিয়াল। ৩৫তম মিনিটে রক্ষণের ব্যর্থতায় প্রথম গোল হজম করে মাদ্রিদের দলটি। বিরতির পর কর্নার থেকে আরেক গোল করে ভালেন্সিয়া। দ্বিতীয়ার্ধের যোগ করা সময়ের শেষ মিনিটে ব্যবধান কমান করিম বেনজেমা। আসরে নবম হার নিয়ে মাঠ ছাড়ে রিয়াল।

খেলোয়াড়রা নিজেদের সর্বোচ্চটাই দিয়েছে বলে ম্যাচের পর ক্লাবের ওয়েবসাইটে জানান জিদান।

“আমরা দারুণভাবে ম্যাচটা শুরু করলাম, প্রতিপক্ষের উপর চাপ তৈরি করলাম। আমাদের শুধু প্রথমে গোলটা পাওয়া দরকার ছিল।”

“কোনো কিছুর জন্য আমি খেলোয়াড়দের দোষ দিতে পারি না। তারা সত্যি সর্বোচ্চ চেষ্টাই করেছে। আমরা খুব উঁচু মাপের একটা দলের বিপক্ষে খেললাম। এটা একটা হার। আর হার সবসময় বেদনাদায়ক।”

“দল শেষ পর্যন্ত লড়াই করল। কঠিন একটা ম্যাচ ছিল, আমরা হারলাম। কিন্তু হারটা আমাদের মেনে নিতে হবে। আর আমাদের বাকি যে আটটা ম্যাচ আছে সেগুলো নিয়ে চিন্তা করতে হবে। শনিবার (লিগে এইবারের বিপক্ষে) আরও ভালো খেলার প্রতি আমাদের মনোযোগ দিতে হবে।”

চলতি মৌসুমে ছন্দে না থাকা ব্রাজিলের ডিফেন্ডার মার্সেলোর পাশেও দাঁড়িয়েছেন জিদান।

“মার্সেলো তো মার্সেলোই। তার খেলার ধরন আমি পছন্দ করি।”

“আমি মনে করি সে ভালো করছে, কঠোর অনুশীলন করছে এবং সে দলের প্রতি নিবেদিত প্রাণ। একমাত্র তারই যে কঠিন মৌসুম কেটেছে তাও কিন্তু না।”

প্যারিসে হাসপাতালে পেলে

লন্ডন, ৪ এপ্রিল।। মূত্রঘটিত সংক্রমণের কারণে ব্রাজিলের ফুটবল কিংবদন্তি পেলেকে প্যারিসের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বুধবার পেলের মুখপাত্র এ কথা জানান। পিএসজির তারকা ফরোয়ার্ড কিলিয়ান এমবাপের সঙ্গে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে প্যারিসে -ছয়ের পাতায় দেখুন

NOTIFICATION

Whereas, the Poll for the General Election to the Lok Sabha, 2019 under West Tripura District is scheduled to be held on **11-04-2019;**

AND

Whereas, Counting of Votes of the said Election will be taken up on **23-05-2019**;

AND

Whereas, it is felt necessary to keep **all the Distillery Units , Bonded Warehouses of foreign liquor & Country liquor and retail foreign liquor shops & country liquor shops** under West Tripura District closed from **09-04-2019 to 11-04 2019 and again on 23-05-2019** for maintenance of peace, tranquilities and law & order during the General Election to the Lok Sabha, 2019 under West Tripura District.

Now, **as per the guideline of the Election Commission of India** vide No.576/19/2019-EPS Dated 22nd March, 2019 as well as in exercise of powers conferred under Sub - Section(1) of Section 24 of the Tripura Excise Act, 1987 and Rule 174(A)(k) of the Tripura Excise Rules 1990, the undersigned do hereby order that **all the Distillery Unit ,Bonded Warehouses of foreign & Country liquor and also retail foreign liquor shops & country liquor shops** under West Tripura District shall remain closed from **09-04-2019 to 11-04-2019 and also on 23-05-2019 and strictly observed " Dry Day" and keep closed production and supply of liquor accordingly.**

(Dr. Mahetme Sandeep N. IAS)
Cottector of Excise
West Tripura District.

ICA/D/010/19-20

■■ যে কোন স্মার্ট ফোনেও ইন্টারনেট সংযোগ থাকলেই ভিডিও সহ খবর পড়তে পারবেন সহজে ■■

লোকসভা আসনে প্রার্থী শঙ্কর প্রসাদ দত্তের সমর্থনে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার বৃহস্পতিবার জনসভায় ভাষণ দেন। ছবি- নিজস্ব।

মিয়ানমারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই বাংলাদেশ রোহিঙ্গা সংকট সমাধান করতে চায় : প্রধানমন্ত্রী হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ০৪ মিয়ানমারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই বাংলাদেশ রোহিঙ্গা সংকট সমাধান করতে চায় বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়-এই নীতিকেই বাংলাদেশ সরকার বিশ্বাস করে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি এটাই বলবো মিয়ানমার যেহেতু আমাদের প্রতিবেশী। আমরা কখনও তাদের সঙ্গে সংঘাতে যাব না। প্রধানমন্ত্রী যিনি একই সঙ্গে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়েরও দায়িত্বে রয়েছেন, আজ বৃহস্পতিবার ০৪ এপ্রিল সকালে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পরিদর্শনে এসে উপস্থিত কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে একথা বলেন। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে বাংলাদেশের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, বরং তাদের (মিয়ানমার) সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে তাদের নাগরিকদের তারা যেন ফিরিয়ে নিয়ে যায়, সেই প্রচেষ্টাই আমাদের অব্যাহত রাখতে হবে। সে বিষয়ে সবাই যেন সেভাবেই দায়িত্ব পালন করেন, সেজন্যও আমি অনুরোধ করবো। প্রাকৃতিক বা মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ, যাই হোক না কেন তাকে মোকাবেলা করার ক্ষমতা বাংলাদেশ রাখে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন,প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেওয়াটাও আজকে বিশ্বের অনেকের কাছেই বিস্ময়। কেবল মানবিক কারণেই রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, “আমরা মানবিক কারণেই এটা করেছি। নিজেদেরও বলতে গেলে রিফিউজি হিসেবে ’৭৫ এর পরে ছয় বছর বিদেশে অবস্থান করতে হয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য, নিজের নামটাও আমরা ব্যবহার করতে পারিনি। এরকম দিনও আমাদের মোকাবেলা করতে হয়েছে।মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের শরণার্থীরা ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমাদের নিজেদেরই অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, ১৯৭১ সালে আমাদের এক কোটি মানুষ শরণার্থী হিসেবে ছিল। তাদেরকে নিয়ে এসে পুনর্বাসন করতে হয়েছে, সেই অভিজ্ঞটাও রয়েছে। শেখ হাসিনা বলেন, আমরা কারও সঙ্গে যুদ্ধ করব না, আমরা যুদ্ধ করতে চাই না, সবার সঙ্গে একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ চাই।

সেনাবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. শামসুল হক, নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী, বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল মাসিহুজ্জামান সেরনিয়াবাত এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক মো. আবুল কালাম আজাদ এসময় উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব সাজ্জাদুল হাসান, প্রতিরক্ষা সচিব আখতার হোসেন ভূইয়াঁ, প্রধানমন্ত্রীর সামরিক সচিব মেজর জেনারেল মিয়া মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন, প্রেস সচিব ইহসানুল করিম এবং পদস্থ সামরিক কর্মকর্তাবৃন্দও অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।

সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিয়ে অপরিবর্তিত পেট্রোল, আবারও মহার্ঘ্য ডিজেল

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল (হি.স.): ফের বাড়ল ডিজেলের দাম। তবে, সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিয়ে অপরিবর্তিত পেট্রোলের মূল্য। রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলির বৃহস্পতিবারের ঘোষণা অনুযায়ী, কলকাতায় ডিজেলের দাম বেড়েছে লিটার প্রতি ০.০৫ পয়সা। এছাড়াও দিল্লি, মুম্বই এবং চেন্নাইয়ে লিটারে ০.০৫ পয়সা করেই বেড়েছে ডিজেলের মূল্য। ০.০৫ পয়সা মূল্যবৃদ্ধির পর কলকাতায় লিটার পিছু ডিজেলের দাম এখন ৬৭.৮৮ টাকা, দিল্লিতে ৬৬.১৪ টাকা, মুম্বইয়ে ৬৯.২২ টাকা এবং চেন্নাইয়ে ৬৯.৮৩ টাকা। মধ্যরাত থেকে এই বর্ধিত মূল্য কার্যকরী হয়েছে।

অন্য দিকে, অপরিবর্তিত পেট্রোলের দাম। অপরিবর্তিত থাকার পর কলকাতায় পেট্রোলের ৭৪.৮৮ টাকা, দিল্লিতে ৭২.৮৬ টাকা, মুম্বইয়ে ৭৮.৪৩ টাকা এবং চেন্নাইয়ে ৭৫.৬২ টাকা। প্রসঙ্গত, গত দু”দিন ধরে অপরিবর্তিত ছিল ডিজেলের দাম। কিন্তু, বৃহস্পতিবার ফের মহার্ঘ্য হল ডিজেল।

বিশ্বের ৫টি ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির শীর্ষে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংক

মনির হোসেন, ঢাকা, এপ্রিল ০৪ বিশ্বের পাঁচটি ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির শীর্ষে বাংলাদেশ রয়েছে বলে জানিয়েছে বিশ্বব্যাংক।আজ (৪ এপ্রিল) রাজধানীতে ‘দ্য বাংলাদেশ ডিভেলপমেন্ট আপডেট এপ্রিল ২০১৯: টুওয়ার্ডস রেগুরেটরি প্রিডিকটেবিলিটি’ শীর্ষক প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়।

তালিকায় অপর চারটি ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির দেশ হলো: ইথিওপিয়া, রুয়ান্ডা, ভুটান এবং ভারত।তবে তালিকার শীর্ষে বাংলাদেশের সঙ্গে রয়েছে জিবুতি, আইভরি কোস্ট এবং ঘানার নাম।

প্রতিবেদনটিতে বলা হয়, বাংলাদেশে বেসরকারি খাতে অপর্যাপ্ত বিনিয়োগ সত্ত্বেও এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রয়েছে দেশের ছয়ের পাতায় দেখুন

কংগ্রেস প্রার্থীর সমর্থনে চন্দ্রপুরে রোড শো

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল ।। লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে কংগ্রেসের প্রার্থী সুবল ভৌমিককে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানিয়ে চন্দ্রপুর থেকে চম্পকনগর পর্যন্ত এক রোড শো অনুষ্ঠিত হয়। রোড শোতে কংগ্রেসের প্রার্থী সুবল ভৌমিক ছাড়াও শেষ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ সামিল হন। কংগ্রেসের রোড শোতে ব্যাপক সাড়া মিলেছে। এবার লোকসভার দুটি আসনে বিজেপি প্রার্থীদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে কংগ্রেস প্রার্থীদের গণদেবতারা বিপুল ভোটে জয়ী করবেন বলে আশা ব্যক্ত করেছেন কংগ্রেস প্রার্থী সুবল ভৌমিক।

রাজ্যের শাসক দল বিজেপির সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিয়ে প্রচারে সাড়া জাগিয়েছে কংগ্রেস দল। শাসকদলের চোখ রাঙ্গানি ও ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে কংগ্রেস প্রার্থীরা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে চষে বেড়াচ্ছেন। গণদেবতাদের বাড়ি বাড়ি এবং এলাকায় এলাকায় ভোট প্রচার করে চলেছেন প্রার্থীরা। বৃহস্পতিবার সকালে পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের কংগ্রেস প্রার্থী সুবল ভৌমিক দলীয় নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে রোড শো করেন। রোড শো চন্দ্রপুর থেকে শুরু হয় চম্পকনগর পর্যন্ত পরিক্রমা করে।

খয়ের পুর , মান্দাই এবং মজলিশপুর বিধানসভা এলাকার দলীয় নেতা-কর্মী সমর্থকরা রোডশোতে সামিল হন। রোডশোকে কেন্দ্র করে দলীয় কর্মী সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। রোডশোতে অংশ নিয়ে কংগ্রেস প্রার্থী সুবল ভৌমিক বলেন, সারাদেশের সাথে ত্রিপুরার নির্বাচন সম্পূর্ণ পৃথক মাত্রা যোগ করেছে। গত তিন দশকে ত্রিপুরায় লোকসভা নির্বাচন নিয়ে এ বছরের মত এত মাতামাতি হয়নি বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন তিনি। সুবল বাবু বলেন, এবারের নির্বাচনে শুধু সর্বভারতীয় বিষয় নয়, রাজ্যের বিষয়গুলিকে প্রাধান্য দিচ্ছেন রাজ্যের জনগণ। বিজেপির শাসন কালে গত এক বছর সময়কালের মধ্যে এই রাজ্যের মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। বিজেপি সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে জনগণ রায় দিতে প্রস্তুত বলেও তিনি উল্লেখ করেন। রাজ্যের দুটি আসনেই কংগ্রেস প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়ী হবেন বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন সুবল ভৌমিক। তিনি বলেন জনগণের প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। কংগ্রেস প্রার্থীদের জনগণ দুহাত ভরে আশীর্বাদ করবেন। কেন্দ্রে মোদীর নেতৃত্বে এবং রাজ্যে বিপ্লব কুমার দেব এর নেতৃত্বে জুমলা সরকার চলছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। বিজেপি নির্বাচনী ইশতেহারে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেগুলো পালন না করেই প্রতিশ্রুতি পালন হয়ে গেছে বলে মিথ্যার বেসাতি করে চলেছে বলে অভিযোগ করেন কংগ্রেসের পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের প্রার্থী সুবল ভৌমিক।

এসব মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে যোগ্য জবাব দেওয়ার জন্য রাজ্যের গণদেবতারা জেহাদ ঘোষনা করে মাঠে নেমেছেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

লোকসভা নির্বাচনে প্রচার তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল ।। লোকসভা নির্বাচনের ভোট প্রচার তুঙ্গে উঠেছে। সবকটি দলই কোমর বেঁধে ময়দানে নেমেছে। পূর্ব ত্রিপুরা উপজাতি সংরক্ষিত আসনের তেলিয়ামুড়া বিধানসভা এলাকায় ব্যাপক প্রচার চলেছে। একই সাথে চলেছে দল আগের ঘটনাও। তেলিয়ামুড়া বিধানসভা এলাকার ৩৫নং বুথের ৪৭ পরিবারের ১১৭ জন ভোটার পদ্ম শিবিরে যোগদান করেছেন। আগামী ১১এপ্রিল পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে এবং ১৮ এপ্রিল পূর্ব ত্রিপুরা উপজাতি সংরক্ষিত আসনে ভোট গ্রহণ করা হবে। ভোটগ্রহণকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে তৎপরতা এখন তুঙ্গে। পূর্ব ত্রিপুরা উপজাতি ও সংরক্ষিত আসনের তেলিয়ামুড়া বিধানসভা এলাকার ১৫ নং বুথে বিজেপির নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনী সভায় সিপিএম ছেড়ে ৪৭ পরিবারের ১১৭ জন ভোটার বিজেপিতে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেছেন। নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে বরণ করে নেন বিধানসভার মুখ্য সচেতক এলাকার বিধায়ক কল্যাণী রায়। নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় বলেন, এবারের নির্বাচন অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করার নির্বাচন। এবারের নির্বাচন অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মের নির্বাচন। এবারের নির্বাচন হলো ভারতবর্ষকে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্বাচন। কল্যাণী রায় আরো বলেন, এবারের নির্বাচন হলো দেশের অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার নির্বাচন। বিরোধীদের তীব্র সমালোচনা করে বিধানসভার মুখ্য সচেতক বলেন এবার নির্বাচনে বিরোধীরা প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদিকে কেন্দ্রের শাসন ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য চক্রান্ত চালাচ্ছে।

বিরোধীদের সব চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়ে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ত্রিপুরার দুটি আসনেই বিজেপির প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করে মোদির হাতকে আরও শক্তিশালী করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন বিধানসভার মুখ্য সচেতক এলাকার বিধায়ক কল্যাণী রায়। ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের চতুর্থ প্রতিষ্ঠা দিবস উদয়পুরে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের গোমতী জেলা কার্যালয়ের সামনে সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। প্রতিষ্ঠা দিবস অনুষ্ঠান উপলক্ষে উদয়পুরে এক বর্ণাঢ্য মিছিলও সংগঠিত করেন সংগঠনের সদস্য সদস্যরা। মিছিলে সংঘের সদস্য সদস্যাদের উপস্থিতি ছিল লক্ষনীয়। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় মজদুর সংঘের নেতা দ্বিগবিজয় ভাওয়াল, নিতাই সরকার, পার্থসারথী ঘোষ, বিপুল দে প্রমুখ।

ছয় মাসের নয়, দেশের প্রয়োজন পাঁচ বছরের সরকার : জেটলি

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : লোকসভা নির্বাচনের আগে বিরোধীদের তথাকথিত মহাজোটের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। পাশাপাশি দেশের আর্থিক বৃদ্ধির প্রসঙ্গে আশা প্রকাশ করে অরুণ জেটলি বলেন, বর্তমান আর্থিক বৃদ্ধির হার বজায় থাকলে দারিদ্রতা হ্রাস করা যাবে। বৃহস্পতিবার কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইনডাস্ট্রির সম্মেলনে অরুণ জেটলি বলেন, ছয় মাসের সরকার নয়। দেশের প্রয়োজন পাঁচ বছরের সরকার। রাজনীতি দেশের নাগরিকদের উপর প্রভাব ফেলে তাই কেন্দ্রে স্থায়ী সরকার থাকাটা জরুরি। পাশাপাশি সরকার প্রকল্প গ্রহণ করে থাকে। সেই প্রকল্পের উপর প্রত্যেক নাগরিকদের বিশ্বাস থাকাটা জরুরি। জোট রাজনীতির স্থায়িত্ব প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অরুণ জেটলি বলেন, স্থিতিশীল পরিস্থিতিতে জোট টিকে থাকে। বর্তমান সরকার জোটধর্ম পালন করে চলেছে। ফেডারেল ফ্রন্ট যদি দেশের রাজ্যগুলির মধ্যে বিভাজন তৈরি হয় তবে তা বিপদজনক ধারণা। গণতন্ত্রকে দীর্ঘজীবী করতে হলে কেন্দ্রে শক্তিশালী সরকার দরকার। অন্ধ্রপ্রদেশের বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার ক্ষেত্রে বলতে গিয়ে অরুণ জেটলি বলেন, চতুর্দশ অর্থ কমিশনে কোনও রাজ্যকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া সম্ভব নয়। অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার কারণে অন্ধ্রপ্রদেশের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু কেউ যদি পরিস্থিতি জটিল করে দেয় তখন বিপদজনক আকার ধারণ করে।

দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অরুণ জেটলি বলেন, প্রতিকূলতা থাকা সত্বেও দ্রুতহারে বৃদ্ধি হচ্ছে ভারতীয় অর্থনীতি। আগামী এক দশক এই বৃদ্ধি হার বজায় থাকলে দারিদ্রতা কমানো সম্ভব। আন্তর্জাতিক স্তরে পরিস্থিতি যে পর্যায়তেই থাকুক না কেন অভ্যন্তরীণ ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি উপর ভিত্তি করে মধ্যবিত্ত এবং নব্যমধ্যবিত্ত বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মূল চালিকা শক্তিতে পরিণত হবে।

মুক্তি পেল তৃণমূল-কংগ্রেসের ‘থিম সং’

কলকাতা, ৪ মার্চ (হি.স) : লোকসভা নির্বাচনের প্রচারের জন্য অবশেষে মুক্তি পেল তৃণমূল-কংগ্রেসের ‘থিম সং’ ঊ বৃহস্পতিবার টুইটের মাধ্যমে একথা জানান তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঊ এদিন টুইটে থিম সং টির একটি ভিডিও প্রকাশ করেন তিনি ঊ

বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টায় প্রকাশ পায় এই ভিডিও ঊ গানটি গেয়েছেন সোমলতা আচার্য ও রূপম ইসলাম ।মূলত গ্রাম বাংলার বিকাশের কথাই তুলে ধরা হয়েছে এই গানটিতে ঊ এছাড়াও স্বাস্থ্যসাথী থেকে কন্যাশ্রী সমস্ত সামাজিক প্রকল্পের কথাই এখানে বলা হয়েছে ঊ অন্যদিকে স্পষ্ট করা হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রসঙ্গটিও ।

এদিন টুইটারে ভিডিও প্রকাশ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, “আসন্ন লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের নতুন মিউজিক ভিডিও ”মা, মাটি, মানুষ” আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আশা করি আপনাদের ভাল লাগবে”।

চন্দ্রবাবু নাইডুর জন্য এনডিএ-র দরজা বন্ধ, হুঁশিয়ারি অমিতের

গুন্টুর, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুরে নির্বাচনী জনসভা থেকে টিডিপি সুপ্রিমো চন্দ্রবাবু নাইডুর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। চিরকালের মতো চন্দ্রবাবু নাইডুর জন্য এনডিএ-র দরজা বন্ধ বলে জানিয়েছেন তিনি। এদিন অমিত শাহ বলেন, কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এনডিএ সরকার ফের ক্ষমতায় আসতে চলেছে। ফের যদি টিডিপি এনডিএ-তে আসতে চায়, তবে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু বিষয়টি স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, চিরকালের মতো চন্দ্রবাবু নাইডুর জন্য এনডিএ-র দরজা বন্ধ। অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর মতো বড় সুবিধাবাদী নেতা দ্বিতীয়টি নেই গোটা দেশে। পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজের রঙ পাল্টান চন্দ্রবাবু নাইডু। অমিত শাহ আরও বলেন, কেন্দ্রের তরফে এনডিএ সরকার বিপুল অর্থ অন্ধ্রপ্রদেশের জন্য বরাদ্দ করেছিল।

বেশির ভাগ প্রতিশ্রুতি পালন করেছে কেন্দ্র। বিগত পাঁচ বছরে নিজের ছেলেকে তুলে ধরা ছাড়া আর কিছু করেননি তিনি।

অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী অমরাবতী নির্মাণ প্রকল্প এবং পোলাভরম সেচ প্রকল্প সম্পূর্ণ করতে না পারার জন্য চন্দ্রবাবু নাইডুর বিরুদ্ধে তোপ দেগে অমিত শাহ বলেন, এই সকল প্রকল্পে বড় দুর্নীতি করেছেন চন্দ্রবাবু নাইডু। টিডিপি-কে ক্ষমতাচ্যূত করতে হবে, তা না হলে এই সকল প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হবে না।

এখনও পর্যন্ত দেশজুড়ে ৩৭৭.৫১১ কোটি নগদ টাকা বাজেয়াপ্ত : নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল (হি.স.): দিল্লি দখলের লড়াই শুরু হতে হাতে গোনা আর মাত্র ছ”দিন বাকি। আগামী ১১ এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণ। লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই গোটা দেশজুড়ে নির্বাচনী আচরণবিধি লাগু হয়ে গিয়েছে। ছয়ের পাতায় দেখুন

ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রীকে পুড়িয়ে মারায় অভিযুক্ত উত্যক্তকারী

ত্রিশূর, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : কেরলের ত্রিশূরে ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রীকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠল এক উত্যক্তকারীর বিরুদ্ধে। ছাত্রীর বয়স ২২ বছর। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে একজন ইঞ্জিনিয়ার ছাত্রীর বাড়িতে ঢুকে একজন উত্যক্তকারী তার গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। ছাত্রীর আওয়াজ শুনে তাঁর প্রতিবেশীরা ও আত্মীয়-স্বজন ছুটে এসে দেখে ছাত্রী ছয়ের পাতায় দেখুন

আসন্ন রমজানে দ্রব্যমূল্যের দাম না বাড়াতে ব্যবসায়ীদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঢাকা,এপ্রিল ০৪ আসন্ন রমজানে তেল, চিনিসহ বিভিন্ন ভোগ্য পণ্যের দাম না বাড়াতে ব্যবসায়ীদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।তিনি বলেন,সামনে রোজা। এই সময় তেল, ছোলা, চিনিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম যাতে না বাড়ে, সেজন্য আমি আপনাদের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি। একইসঙ্গে পর্যাপ্ত সরবরাহ যেন থাকে, সে বিষয়টি ও আপনাদের দেখতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী আজ সকালে তার সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশব্যাপী ১১টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের উদ্বোধন এবং ১৩টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন সহ ৬৫টি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকালে ভাষণে একথা বলেন।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কতৃর্পক্ষের (বেজা) আওতাধীন বিভিন্ন অর্থনৈতিক অঞ্চলে ১৬টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু, ২০টি নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং পাঁচটি চলমান কাজের উদ্বোধনও করেন শেখ হাসিনা।

অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ফসলি জমি নষ্ট না করার ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যাদের জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণ সঙ্গে সঙ্গে দিতে হবে। একইসঙ্গে তাদের বিকল্প জায়গার ব্যবস্থাও করতে হবে সংশ্লিষ্টদের।

তিনি বলেন,আমরা ফসলি জমি নষ্ট করব না। মানুযের জন্য কাজ করি, সেই মানুষকে কষ্ট দেয়ার জন্য নয়। এক্ষেত্রে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তাদের যেন কষ্ট না হয়। সে দিকে নজর দিতে হবে।”

শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধুই প্রথমে বিসিক শিল্প নগরী গড়ে তুলেছেন। এজন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করেন। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন,বাঙালিদের কেউ দাবায়ে রাখতে পারবা না। আজ বাঙালিদের কেউ দাবিয়ে রাখতে পারে নাই।প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি খাত বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান এ সময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক মো. আবুল কালাম আজাদ ভিডিও কনফারেন্স সঞ্চালন করেন।

ভিডিও কনফারেন্সে বঙ্গবন্ধু শিল্প নগরী মিরেরসরাই,মেঘনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোমনিক জোন সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ, মৌলভীবাজার শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল, সিটি ইকোনমিক জোন রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ ইকোনমিক জোন এবং মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় আব্দুল মোনেম অর্থনৈতিক অঞ্চল এর সঙ্গে সংযুক্ত থেকে স্থানীয় প্রশাসন, বিভিন্ন শ্রেণি পেশার জনগণ, উপকারভোগী এবং বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

অনুষ্ঠানে চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক ইলিয়াস হোসেনের সঞ্চলনায় মীরসরাই প্রান্ত থেকে ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য (এমপি) ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।